বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা বিশৃঙ্খল: জাতিসংঘ মহাসচিব

সারে-জমিন

সীতারাম ইয়েচুরির জীবনাবসান

রূপসী বাংলা

সমাজের উন্নতি ও সুস্থ সমাজ চালনায় সাহিত্যের অবদান

সম্পাদকীয়

নদিয়ার স্কুলে ছাত্রীদের হিজাব পরে আসতে নিষেধ

সাধারণ

উন্মোচন মহামেডানের জার্সির, সুপার সিক্সে জয়ী তরুণ ব্রিগেড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২৮ ভাদ্র ১৪৩১
৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 249 ■ Daily APONZONE ■ 13 September 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ওয়াকফ বিল রদে মত প্রদানে শেষদিন আজ

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-এর বিরুদ্ধে দেশের মুসলিম সংগঠনগুলির প্রচার আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। সংসদীয় যৌথ কমিটি বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩০ হাজার ২৬৬টি মত পেয়েছে বলে ওয়াকফ বিল রিজেক্ট সম্পর্কিত ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গিয়েছে। আজ শুক্রবার ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে মত প্রদান করার শেষ দিন। ইতিমধ্যে দেশের শীর্ষ মুসলিম সংগঠন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, জামায়াতে ইসলামি হিন্দ সহ বিভিন্ন সংগঠন প্রচার অভিযান চালাচ্ছে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে যত বেশি সংখ্যক মত প্রদান করার জন্য। এর জন্য পার্সোনাল ল বোর্ড বিশেষ কিউআর কোড দিয়েছে, যা স্ক্যান করে নিজের নাম লিখে ইমেইল করলে সহজেই মতামত জানানো যাবে। মুসলিম সংগঠনগুলির আশা, শুক্রবার শেষ দিন পর্যন্ত ওয়াকফ বিল বাতিলের জন্য মত প্রদান দেড় কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এ পর্যন্ত ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মত পড়েছে মহারাষ্ট্র থেকে ২৫ লাখ ৯২ হাজার ৪৩৩টি। এর পর উত্তরপ্রদেশ ১৮ লাখ ৯২ হাজার ৩০১টি, কর্নাটক ১২ লাখ ৪৯ হাজার ১৩৪টি, তেলেঙ্গানা ১২ লাখ ৫ হাজার ৭০০টি, রাজস্থান ৯ লাখ ৫৯ হাজার ১৯০টি, গুজরাট ৯ লাখ ১৮ হাজার ৫৯৬টি, মধ্যপ্রদেশ ৬ লাখ ৭৯ হাজার ২২৮টি, বিহার ৬ লাখ ৫৫ হাজার ২১৬টি, তামিলনাড়ু ৬ লাখ ৬ হাজার ৮১২টি, দিল্লি ৫ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৬টি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে অনলাইন আবেদন জমা পড়েছে ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৪৯টি।

বাংলা থেকে মত প্রদান হল ৪, ৪৯,০৪৯টি

সব মিলিয়ে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩০ হাজার ২৬৬টি। তবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেও অনাবাসী মুসলিমরা ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে মত প্রদান করেছেন। মুসলিম সংগঠন, জাতীয় নেতা ও আলেমদের অভিমত, ওয়াকফ সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হলে কেন্দ্রীয় সরকার এমন ক্ষমতা পাবে যার সাহায্যে সারা দেশের ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অকার্যকর করে তুলতে পারে।

লাইভ সম্প্রচারের দাবিতে অটল থাকায় হল না বৈঠক

জনগণের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছাড়তে প্রস্তুত: মমতা

আপনজন ডেস্ক: আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে আরজি কর হাসপাতালের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য প্রস্তাবিত আলোচনা বৃহস্পতিবারও ভণ্ডুল হয়ে গেল। কারণ, আন্দোলনকারীদের দাবি মতো রাজ্য সরকার তাদের বৈঠকটি সরাসরি সম্প্রচারের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল। আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় হতাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি "জনগণের স্বার্থে তাঁর চেয়ার ছেড়ে দিতে প্রস্তুত" তবে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে জুনিয়র ডাক্তারদের 'কর্মবিরতির' কারণে পঙ্গু হয়ে পড়া রাজ্য পরিচালিত স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে চান।

আন্দোলনরত চিকিৎসকদের বৈঠকে আসার জন্য প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিনিও চান নির্যাতিতা ন্যায়বিচার পাক। অব্যাহত অচলাবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে তিনি ক্ষমাও চেয়ে দেন।এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পৌনে ৫টা থেকে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি। আমার ভাইবোনেদের শুভবুদ্ধি উদয় হবে, তাঁরা আসবেন, ভেবেছিলাম। আসতে বলে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম প্রথমে। ওঁরা আসবেন বলেছিলেন। আমার সঙ্গে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি ও প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন একবার ওদের নিয়ে লাইভ স্ট্রিমিং করেছিলাম। তখন সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছিল না। সিবিআই-এর হাতে কেস ছিল না। আমরা রেকর্ডিং-এর কথা বলেছিলাম, স্বচ্ছতার জন্য। আমরা তিনটি ভিডিয়ো ক্যামেরা রেখেছিলাম। সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে সেটা প্রকাশ করতে পারতাম। সুপ্রিম কোর্ট যা পারে, আমরা তা পারি না। শীর্ষ আদালতে যখন মামলা বিচারাধীন, মামলাটা যখন সিবিআই দেখছে, সেখানে লাইভ স্ট্রিমিং করা যায় না। মমতা অভিযোগ করেন, আমি যেমন অপমানের সম্মুখীন হয়েছি, তেমনি আমার মা, মাটি মানুষ সরকারও। মানুষ বিচার চেয়েছিল, কিন্তু আমি আশা করি তারা এখন বুঝতে পেরেছে যে কেউ কেউ বিচার চায় না- তারা ক্ষমতা চায়। আমি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত পরিবারগুলো যদি উত্তর চায়, আমাদের তা দিতে হবে, আমরা তার জন্য প্রস্তুত থাকব।

আমি জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, আমি তাদের জন্য তিন দিন অপেক্ষা করেছি এমনকি যখন তারা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে সম্মান করেনি। আমি জনগণের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমরা তিলোত্তমার বিচার চাই, সাধারণ মানুষের বিচার চাই। মাঝে মাঝে সহ্য করা আমার কর্তব্য। বাংলার মানুষের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি, আশা করেছিলাম আজই অচলাবস্থা কেটে যাবে।

বিক্রম ভট্টাচার্য আরজি কারে মারা গিয়েছিলেন বিনা চিকিৎসায়, তারপরও আমি কোনও ব্যবস্থা নিইনি। ৭ লাখ মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত, গর্ভবতী নারী ও হার্ট অ্যাটাকের রোগীরা চিকিৎসাসেবার জন্য অপেক্ষা করতে পারছেন না। আমিও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ন্যায়বিচার চাই, তবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে ডাক্তারদের কাজে যোগ দেওয়া উচিত। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে ভিডিও রেকর্ড করার ব্যবস্থা ছিল, সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে আমরা ওদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারতাম।

মমতা আরও বলেন, দুই ঘণ্টা ধরে সহ্য করছি, আমাদের অন্য কাজও আছে। আশা করেছিলাম জুনিয়র ডাক্তাররা মানবিকতার খাতিরে এই সভার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন, কিন্তু তারা আসেননি। আজকের বৈঠক ছিল চিকিৎসা খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন, চিকিৎসকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে, আমরা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারতাম। আমরা লাইভ স্ট্রিমিং সম্পর্কে খোলা মনের ছিলাম, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের কারণে আমরা লাইভ স্ট্রিম করতে পারি না। লাইভ স্ট্রিমিং তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে সমস্যার সমাধান খুঁজতে আলোচনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, আগে ১৫ জন সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও আমরা ৩২ জন জুনিয়র ডাক্তারকে বৈঠকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলাম। অথচ বৈঠক সরাসরি সম্প্রচারের দাবিতে অনড় রয়েছেন তাঁরা, যা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এবার রবীন্দ্রভারতীর বিরুদ্ধে ওবিসি সংরক্ষণ ভঙ্গের অভিযোগ

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি-তে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি সংরক্ষণ নীতি মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে । রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তরফে পিএইচডি-তে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় গত ১৮ই এপ্রিল। বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি-তে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ওবিসি সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। এক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ বিধিতে কোন প্রভাব পড়ার কথা নয়, তবুও মেধা তালিকায় নাম নেই কোনও ওবিসি-এ প্রার্থীর। যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও ওবিসিদের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে শিক্ষার্থীদের তরফে অভিযোগ উঠছে । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ইতিহাস বিভাগে ওবিসি-এ'তে দু'টি আসন সংরক্ষণ থাকলেও একটিতেও ভর্তি নেওয়া হয়নি। বাংলা বিষয়ে ওবিসি-এ'তে তিনটি আসন সংরক্ষণ থাকলেও দুটি আসনে ভর্তি নেওয়া হয়েছে। ইংরেজি ও স্কিপচার, লাইব্রেরি সায়েন্স, পলিটিকাল সায়েন্স বিষয়ে ওবিসি-এ'তে একটি করে আসন সংরক্ষণ থাকলেও মেধাতালিকায় ওবিসি-এ কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সংস্কৃত বিষয়ে তিনটে ওবিসি-এ আসন থাকলেও ভর্তি নেওয়া হয়েছে একজনকে। অর্থাৎ বেশিরভাগ বিষয়ে ওবিসি-এ প্রার্থীদের আসন সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী নেওয়া হয়নি ।

উল্লেখ্য, পিএইচডিতে ভর্তির জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার এক মাসেরও পর ২২শে মে ওবিসি সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হয় । যে রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, ২০১০ সালের পর থেকে জারি করা রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হলেও এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গিয়েছেন বা চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কোনও প্রভাব ফেলবে না। এ বিষয়ে এক বঞ্চিত ছাত্র জানান, কোর্টের রায় অনুযায়ী রবীন্দ্রভারতীতে পিএইচডি-তে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসিদের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে কি কারণে ওবিসি-এ'দের ভর্তি নেওয়া হল না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ওবিসি শংসাপত্র থাকা এক আবেদনকারীর অভিযোগ, রবীন্দ্রভারতীর বিজ্ঞপ্তিতে নিয়ম অনুযায়ী ওবিসিদের সংরক্ষণের কথা উল্লেখ ছিল। তবুও বঞ্চিত করা হয়েছে। জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি-বি ক্যাটাগরিতে ভর্তি নেওয়া হলেও বেশ কয়েকটি বিষয়ে ওবিসি-এ ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

প্রথম নজর

থানার ডাকে সম্প্রীতি সভা উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বিশ্ব নবী দিবস উদযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া থানার উদ্যোগে সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের মিটিং হলে।যেখানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডা.জর্জ অ্যালেন জন,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান, উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম ঘোষ,উলুবেড়িয়া থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দে, উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।অন্যদিকে বাউড়িয়া থানার উদ্যগেও সম্প্রীতি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,এসডিপিও নিরুপম ঘোষ,বাউড়িয়া থানার ওসি শুভাশীষ ব্যানার্জি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

ন্যায় বিচার চাই, সরব হল যুব কংগ্রেস

সাহিন হোসেন ● জঙ্গিপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র আসিফ খান বলেছেন, উৎসব কথার প্রকৃত অর্থ সমস্ত মানুষের একতা বন্ধন, সমস্ত মানুষকে নিয়ে আনন্দ করা। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একটাই উৎসব চায় ন্যায় বিচার,আজ এক মাস হয়ে গেল একজন ডাক্তার তিনি ইন্টার্ন থাকাকালীন ধর্ষিতা হয়ে, নৃশংসভাবে হত্যা হলেন এবং পরের পর আমরা দেখছি, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ। তিনি বলেন, আমরা উৎসবে ফিরি,একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি মহিলা হিসেবে, পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং একজন রাজ্যের রক্ষক হিসেবে, তার কর্তব্য মানুষের ন্যায় বিচারের হয়ে লড়াই করা, একটা পরিবারকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দেওয়া।

সামশেরগঞ্জে গঙ্গায় তলিয়ে গেল মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবারও সামশেরগঞ্জে গঙ্গায় তলিয়ে গেল এক মহিলা। এবার গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন এক গৃহবধূ। বাড়িতে দুই সন্তান রেখে সামশেরগঞ্জের দেবীদাসপুর গঙ্গা ঘাটে স্নান করতে নেমেই ঘটলো এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে খবর, তলিয়ে যাওয়া ওই গৃহবধুর নাম মরিয়ম খাতুন (২০)। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জের দেবীদাসপুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ভিড় জমিয়েছেন সাধারণ মানুষ। গৃহবধূ তলিয়ে যাওয়ায় কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় খবর দেওয়া হয়েছে ডুবুরি টিমকে।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে মন্ত্রীর বৈঠক বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। মূলত সংখ্যালঘু দপ্তরের আওতায় চলা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠকের আয়োজন। বালুরঘাটে এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, রাজ্য মাইনরিটি ডেভলপমেন্ট বোর্ডের তরফে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল, মহকুমা শাসক (গঙ্গারামপুর) পি প্রমথ, জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরের আধিকারিক পূর্ণেন্দু মালাকার, কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার আটটি ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, সংখ্যালঘু উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প শুরু করেছে রাজ্য সরকার। জেলা জুড়ে সেই প্রকল্পগুলির কাজ কতদূর এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয় এদিনের বৈঠকে। পাশাপাশি যে প্রকল্পগুলি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি সেগুলি কত দ্রুত সম্পন্ন করা যায় তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আরো জানা গিয়েছে , পুজোর আগেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর বালুরঘাটে শিল্প পার্ক তৈরির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া আহ্বান করা হবে। এদিন রিভিউ মিটিং শেষে বালুরঘাট সংলগ্ন পশ্চিম রায়নগর এলাকায় ৫১২ নং জাতীয় সড়কের ধারে শিল্প পার্কের জমি পরিদর্শনে যান বিধায়ক মোশারফ হোসেন এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা ও অন্যান্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। পরিদর্শন শেষে পুজোর পরে কাজ শুরু করা যাবে বলে ইঙ্গিত দেন মোশারফ।

এ বিষয়ে ইটাহারের বিধায়ক তথা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন জানান, 'বালুরঘাটে বড় একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হবে। জায়গা চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। কাজ শুরু করবার জন্য অনুমোদন আমরা পেয়েছি। এখানে প্রায় ছয় একরের কাছাকাছি জমি রয়েছে। প্রায় নয় কোটি টাকা ব্যয়ে এই শিল্প পার্ক তৈরি করা হবে।

গোবরডাঙ্গায় পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্প

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: গোবরডাঙ্গা পৌর এলাকার সমস্ত বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের পাইপলাইন বসানোর কাজের সূচনা হলো বৃহস্পতিবার। গোবরডাঙ্গা গৈপুর মোড়ে প্রকল্পের সূচনা করেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌর প্রধান মাননীয় শংকর দত্ত।

'AMRUT 2.O' প্রকল্পের আওতায় পৌর এলাকার সমস্ত বাড়িতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে। পৌরসভার সূত্রের খবর, এই কাজ শেষ হতে আনুমানিক দু'বছর সময় লাগতে পারে। মোট ব্যয় হবে ৬৭.৫ কোটি টাকা। জানা গিয়েছে, গোবরডাঙ্গা পৌরসভায় ১৭ টি ওয়ার্ড রয়েছে। এই ১৭ টি ওয়ার্ড কে ৪ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। চারটি জোনে চারটি জলের ট্যাংক স্থাপন করা হবে।

বৃহস্পতিবার থেকে দুটি জোনে এই প্রকল্পের পাইপ লাইন বসানোর

কাজের সূচনা হল। এই প্রকল্পের ফলে উপকৃত হবেন পৌর এলাকার হাজার হাজার মানুষ। জল প্রকল্পের সূচনা করেন পৌর প্রধান মাননীয় শংকর দত্ত পৌরসভার উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ, আলো, পানীয় জল, ডেঙ্গু মোকাবিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি কি কাজ হয়েছে তাও উল্লেখ করেন। বলেন, 'সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে পৌরসভার তরফে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন হতে চলেছে, দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, একটি বৃদ্ধাশ্রম 'সুখ নীড়', গোবরডাঙ্গা শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লি ইত্যাদি।' দ্রুত গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল চালু হবে বলেও কথা দেন পৌর প্রধান শঙ্কর দত্ত।

খণ্ডঘোষের নতুন ওসি হলেন পঙ্কজ নস্কর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষ থানার নতুন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন পঙ্কজ নস্কর। এর আগে তিনি পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার ওসি হিসাবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। খণ্ডঘোষ থানার পূর্বতন ওসি রাজেশ মাহাতোকে লাইন অফ রিজার্ভ করা হয়েছে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পঙ্কজ নস্কর। পঙ্কজ নস্কর গোটা জেলায় একজন দক্ষ এবং সুনামধন্য তদন্তকারী অফিসার হিসেবে পরিচিত। তার দক্ষতা এবং তদন্তের গভীরতা পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রশংসিত হয়েছে। বিশেষ করে কালনার একটি জটিল মামলায় তার সাফল্য পুলিশের উচ্চ মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল। শান্ত, ধীর-স্থির এবং সুসংবদ্ধ

মনোভাবের কারণে তিনি যে থানায় দায়িত্ব পালন করেছেন, সেখানেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং পাবলিক রিলেশনের ক্ষেত্রে নিজের ছাপ রেখে গেছেন। পঙ্কজ নস্কর শুধুমাত্র একজন দক্ষ প্রশাসকই নন, তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করার জন্যও প্রসিদ্ধ। তার পরিচালনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। ফলে এলাকায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির জীবনাবসান

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি মারা গেছেন। নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেসে (এআইআইএমএস) চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়।

৭২ বছর বয়সী সীতারাম ইয়েচুরি গত ১৯ আগস্ট এআইআইএমএস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। এআইআইএমএস-এর চিকিৎসক অধ্যাপক রিমা দাদা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ইয়েচুরির পরিবার তাঁর মরদেহ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য এআইআইএমএস-এ দান করেছেন। প্রায় ৫০ বছর আগে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) ছাত্ররাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সীতারাম ইয়েচুরির রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। ২০১৫ সালে তিনি সিপিআই (এম)-এর প্রধানের দায়িত্বে আসেন। তাঁর নেতৃত্বের সময়ে সিপিআই (এম) প্রথমবারের মতো গত বছর কংগ্রেসসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলে নির্বাচনপূর্ব জোট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) জোট গঠন করে।

তেলুগুভাষী সীতারামের জন্ম মাদ্রাজে ১৯৫২ সালের আগস্টে। সেখান থেকে দিল্লি এসে মেধাবী সীতারাম দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ভারতের মধ্যে প্রথম হন।

রাজনীতিতে ইয়েচুরি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন ১৯৭০-এর দশকে। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে জেএনইউ-এ একটি অনুষ্ঠানে যোগদানে বাধা দেন এবং তাঁর সামনেই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে শিক্ষার্থীদের করা দাবি পড়ে শোনান তিনি।

সীতারামের মৃত্যুতে সিপিআই (এম) তো বটেই ভারতের জাতীয় রাজনীতিতেও সৃষ্টি হলো এক গভীর শূন্যতা। দলীয় রাজনীতিতে প্রকাশ কারাত বরাবর বিবেচিত হতেন 'কট্টরপন্থী' বলে, সীতারাম 'নরমপন্থী' বিপ্লবী নেতা।

সীতারামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি শোক প্রকাশ করেন।

বৃহস্পতিবার প্রয়াত হয়েছেন কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি। সিপিআইএম র রাজ্য দপ্তর মোজাফফর আহমেদ ভবনে তাঁর স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম ও রবীন দেব সহ অনেক নেতাই স্লোগন তোলেন কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি লাল সেলাম ও অমর রহে।।

বারুইপুর হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়াতে তৎপর হল প্রশাসন

জে হাসান ● বারুইপুর

আপনজন: আরজিকর কাণ্ড থেকে শিক্ষা, বারুইপুর হাসপাতালে হতে চলেছে পুলিশ কিয়স্ক, বসছে অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা।

বৃহস্পতিবার বারইপুর মহাকুমা হাসপাতালে সুপারের ঘরে এক উচ্চপর্যয়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বইঠকে উপস্থিত ছিলেন বারইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বারইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার,বারুইপুরের মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস,বারইপুর থানার আইসি সৌমজিৎ রায়, বারইপুর হাসপাতালে সুপার ধীরাজ রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার শ্যামল চক্রবর্তী সহ একাধিক ডক্টরস এবং আধিকারিকগণ। এই বৈঠকে মূলত বারুইপুর মহাকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তা বিষয়ক, সিসিটিভি ক্যামেরা, পুলিশ কিঅস্ক, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।অ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়েই সুবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। সমস্ত সমস্যাগুলোই অতিসত্বর সমাধান করা হবে বলে জানান তিনি। সুপার স্পেশালিটি ও মহকুমা হাসপাতাল মিলিয়ে বসবে অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা। পুরনো এবং নতুন মিলিয়ে মোট ৭৬ টি সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে মুড়ে ফেলা হবে পুরানো এবং নতুন হাসপাতাল বিল্ডিং। পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার যা সমস্যা আছে ২০ দিনের মধ্যে মেটানোর নির্দেশ পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে বাড়ানো হবে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা। এছাড়াও হাসপাতালে বসবে পুলিশ কিয়স্ক, একজন এ এস আই পদ মর্যাদার অফিসার থাকবেন দায়িত্বে। আজকের বৈঠকে এমনই নির্দেশ।এদিন নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে আসেন বারুইপুর পুলিশ জেলা সুপার এর নেতৃত্বে বিশেষ টিম। এই টিমের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুপান্তর সেনগুপ্ত, বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস, বারইপুর থানার আইসি সৌমজিত রায় সহ একাধিক আধিকারিক। বারইপুর সাব ডিভিশন হাসপাতাল এবং বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দুটোই ঘুরে দেখেন তারা।

স্বাস্থ্য সাথী সুবিধা হরিপাল হাসপাতালে

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● হরিপাল

আপনজন: শ্রমজীবী হাসপাতালে আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদ ও পরিষেবা দুই চলছে। এবার শুরু হল স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের পরিষেবাও। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দান করা জমিতে ও সাধারণ মানুষের দানে এবং শ্রমজীবী হাসপাতালের আদর্শে গড়ে ওঠে হরিপাল শ্রমজীবী হাসপাতাল। তিরিশ শয্যার এই হাসপাতালে ১৬ এপ্রিল ২০২৩ থেকে রোগী ভর্তি শুরু হয়।এতোদিন স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসার সুযোগ ছিল না। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হল এই সুবিধা। প্রথম রুগী ছিলেন স্থানীয় মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা ক্ষেতমজুর মনোরঞ্জন রায়। তিনি প্রস্টেটের সমস্যায় ভুগছেন। আচমকা রক্তে লোহিত কণিকার মাত্রা কমে যায়। ৯ তারিখ ভর্তি হন হরিপাল শ্রমজীবী হাসপাতালে। শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার থেকে দু ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়। মনোরঞ্জনবাবুর পুত্র বিশ্বজিৎ রায় বলেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প খুবই সহায়ক হবে।

মিড ডে মিলের খাবার ঘিরে চাঞ্চল্য

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মিড ডে মিলের খাবার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মানিকচক এলাকায়। বিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য মিড ডে মিলের খাবার সেই খাবারে মিলছে পোকা। সেই খাবার ঘিরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ, শিক্ষকদের বিদ্যালয় ঘরে তালা বন্ধ করে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থেকে অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মানিকচক পুলিশ পৌঁছায়। বিদ্যালয়ের খুদে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিলের খাবার। যা দেখলে অনেকের চোখ কপালে উঠবে।

কারণ মিড ডে মিলের ভাত থেকে ডাল সমস্ত কিছুতে পোকা রয়েছে। আর এই খাবারি বৃহস্পতিবার মালদার মানিকচকের নাজিরপুর অঞ্চলের খোয়েরতোলা মোহরাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পাতে দেওয়া হয়। পোকা দেখে পড়ুয়ার খাবার না খেয়ে অভিভাবকদের জানান। আর এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা।

মিলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা। সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ ১২ই রবিউল আউয়াল নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মদিন হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। এই দিনটিতে সুন্নি মুসলমানরা মিছিল বা জুলুসের মাধ্যমে নবীজির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সুন্নী ওয়েলফেয়ার ও এডুকেশনাল সোসাইটির চেয়ারম্যান মুফতী জুলফিকার আলী। তিনি নবীজির জীবন ও আদর্শের উপর বিশেষ আলোচনা করেন এবং মিলাদুন্নবী পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে অবগত করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ শামসুল ও অন্যান্য উদ্যোক্তারা, যারা এই দিনের আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

জামিন পেলেন তৃণমূল বিধায়ক মানিক

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য প্রায় দু'বছর পর অবশেষে জামিন পেলেন । বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। খুশির উৎসব তৃণমূল বিধায়কের, খুশি তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এই খুশি বাংলার নাগরিক মহলকে যে মোটেই স্পর্শ করেনি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মানিককে জামিন দিলেও বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। শর্ত হিসেবে নির্দেশ দিয়েছে, তদন্তকারী অফিসারকে মানিকের মোবাইল নম্বর দিতে হবে। তিনি যাতে কোনভাবেই পালিয়ে যেতে না পারেন, তার জন্য নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইমাম সংগঠনের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রতুয়া

আপনজন: 'অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন' মালদা জেলার রতুয়া -২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে মাদক বিরোধী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ও বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন মালদা পুলিশ জেলার পুখুরিয়ার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বাপন দাস, সংগঠনের জেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল আজিজ নাদবী সভাপতি মাওলানা আফসার আলী, সম্পাদক মাওলানা ইউসুফ সালাফি, মাওলানা সাইফুদ্দিন, মৌলানা ইউসুফ, মাওলানা তাফাজ্জুল হক প্রমুখ ।

ওই সভা থেকে সামাজিক ব্যধি রোধে নানা সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়।

আলিয়ার পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার বিকেলে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়ে নবীনবরণ পর্বের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর পারভীন আহমেদ আলম, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ড. এস কে আসফাক আলী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মেহেদী কালাম, নতুন শিক্ষানীতি চেয়ারম্যান ড. শেখ মোঃ আবু নাঈম, ছাত্রকল্যাণ অনুষদের ডিন ড. নুরুল হুদা গাজী, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক নার্গিস আহমেদ। এছাড়া ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট অফিসার, এনসিসি ও এনএসএস কো-অর্ডিনেটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, মেডিকেল অফিসার, ইন্টারনাল কমপ্লেইন্ট কমিটি, হোস্টেল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং অ্যান্টি র‍্যাগিং সেলের প্রতিনিধিরা শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা ও সেবা সম্পর্কে অবহিত করেন।

ইউজিসির গাইডলাইন অনুযায়ী, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর মূলত নিউ টাউন ক্যাম্পাসে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের জন্য নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তবে এ বছরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের অর্ধদিবস নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিং, ইসলামিক থিওলজি, ইসলামিক স্টাডিজ, ভূগোল, বাংলা, ইতিহাস, আরবি, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়ে স্নাতক প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

ভারত জাকাত মাঝির ডেপুটেশন প্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের রামপুরহাট শাখার পক্ষ থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের তাগিদে ১৯ দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয় রামপুরহাট মহকুমা শাসকের নিকট বৃহস্পতিবার। এদিন বিভিন্ন ধরনের স্লোগান সম্বলিত প্লেকার্ড, ব্যানার সহযোগে মিছিল পরিক্রমা করে রামপুরহাট শহর এলাকায় জুড়ে এবং পরিশেষে মহাকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়। এদিন তাদের দাবি সমূহের মধ্যে উঠে আসে যে, রামপুরহাট মহকুমার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ৭০ শতাংশ সাঁওতালি ছাত্র-ছাত্রী থাকলে অল চিকি হরফে সাঁওতালি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা। রামপুরহাট কলেজে সাঁওতালি ভাষায় বি, এ পঠন পাঠন চালু করা। মল্লারপুর টুরকু হাসদা লেপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়ে এম এ সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠন চালু। আদিবাসীদের ধর্মীয় স্থান রেকর্ড করে সংস্করণ চালু করা। আদিবাসী গ্রাম প্রধান অর্থাৎ পঞ্চ জন চালু করা।আদিবাসীদের শহরায় ও বাহা পরবে সরকারি অনুদান দেওয়ার

ব্যবস্থা। রামপুরহাট মহকুমা এলাকায় সমস্ত আদিবাসীদের জঙ্গল মহলের প্যাকেজ চালু ইত্যাদি দাবি সমূহের প্রেক্ষিতে স্মারকলিপি প্রদান বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব ঘাসিরাম হেমরম এক সাক্ষাৎকারে বলেন আদিবাসীদের নানান ধরনের সমস্যা জনিত তথা বঞ্চিত থাকার কথা তুলে ধরতে এই পদক্ষেপ। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি এই আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে। সরকার আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ভাতা কার্যকর হয়নি। আদিবাসীদের জমি জায়গা যা অ আদিবাসীদের নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে যাহা বন্ধ করা। সিলিকোসিস রোগীদের চেকআপ করিয়ে যথোপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহন। পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকায় পাথরের ধূলো, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়েই মূলত আজকের ডেপুটেশন প্রদান। দাবি কার্যকর না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

প্রথম নজর

মালয়েশিয়ার হোমে যৌন নিপীড়ন, ৪০০ শিশু উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় সেলাঙ্গর ও নেগেরি সেম্বিলান প্রদেশে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অন্তত ২০টি ইসলামি কেয়ার হোমে অভিযান চালিয়েছে দেশটির পুলিশ। কেয়ার হোমগুলো থেকে ৪০২ টি শিশু উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষক ও কেয়ারটেকারসহ এসব প্রতিষ্ঠানের ১৭১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কেয়ার হোমগুলো একটি ইসলামি ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) কুয়ালালামপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মালয়েশিয়া পুলিশের মহাপরিদর্শক রাজারউদ্দিন হুসাইন।

তিনি বলেন, চলতি মাসে ওই দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আশ্রিত শিশুরা অবহেলা, নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও শ্লীলতাহানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এই অভিযোগের পর সেখানে অভিযান চালিয়ে ২০১ জন ছেলে ও ২০১ জন মেয়ে শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃতদের প্রত্যেকের বয়স এক থেকে ১৭ বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এই অভিযোগ কারা করেছেন, সেই বিষয়ে তিনি কিছু জানাননি।

রাজারুদ্দিন হোসেন বলেছেন, দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি মালয়েশিয়ার গ্লোবাল ইখওয়ান সার্ভিসেস অ্যান্ড বিজনেস (জিআইএসবি) নামের একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতো। এদিকে বুধবার গভীর রাতে দেওয়া এক বিবৃতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নেয়া শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ অস্বীকার করেছে জিআইএসবি। একই সঙ্গে যেসব চ্যারিটি হোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো তারা পরিচালনা করে না বলে দাবি করেছে। জিআইএসবি বলেছে, ইসলামিক ও জাতীয় আইনের পরিপন্থী কর্মের পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা আমাদের নীতির মধ্যে নেই। তবে এই ঘটনায় পুলিশের কাছে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মিশর, সৌদি আরব, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জিআইএসবির ব্যবসা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি সুপারমার্কেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক পণ্যের ব্যবসায় জড়িত বলে নিজেদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে। রাজারুদ্দিন বলেন, পুলিশ উদ্ধারকৃত অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুরা জিআইএসবি মালয়েশিয়া শাখার কর্মীদের সন্তান বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে। এই শিশুদের জন্মের পরপরই জিআইএসবির চ্যারিটি হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে একাধিক শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে। এরপরই জিআইএসবির ২০টি চ্যারিটি হোমে অভিযান চালিয়ে ৪০২ জন শিশুকে উদ্ধার করেছে মালয়েশিয়া পুলিশ।

গাজায় ৫ শতাধিক তাঁবু পাঠাল বেলজিয়াম

আপনজন ডেস্ক: গাজায় পাঁচ শতাধিক তাঁবু পাঠিয়েছে ইউরোপের দেশ বেলজিয়াম। বুধবার এক এক্স বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মিডল ইস্ট মনিটর জানিয়েছে, বেলজিয়াম বুধবার বলেছে, তারা গাজায় পাঁচ শতাধিক তাঁবু পাঠাচ্ছে। জরুরি বেসামরিক চাহিদা মেটাতে একটি বি-এফএএসটি মিশনের অংশ হিসেবে মেলসব্রোক সামরিক বিমানবন্দর থেকে তাঁবুগুলো পাঠানো হয়। একটি বেলজিয়াম প্রতিরক্ষা এ৪০০এমসহ পরিবহন করা হয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা বিশৃঙ্খল: জাতিসংঘ মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, গাজায় যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। গাজা যুদ্ধ শুরুর পর তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও নেতানিয়াহু তার ফোন ধরেননি বলে জানান গুতেরেস। রয়টার্সকে বুধবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন জাতিসংঘের মহাসচিব।

গাজায় নিহত জাতিসংঘের কর্মী ও অন্যান্য ত্রাণকর্মীদের হত্যার ঘটনায় জবাবদিহির অভাবও ‘সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেন গুতেরেস।

গাজায় প্রায় ৩০০ ত্রাণকর্মী মারা গেছেন, যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি জাতিসংঘের কর্মী বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

গাজায় এখন পর্যন্ত ৪১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি মারা গেছে বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন।

হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতিশোধ বিষয়ে গুতেরেস বলেন, সেখানে ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অত্যন্ত নাটকীয় লঙ্ঘন ঘটছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়টি সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।’

অন্যদিকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলছে, তারা সাধারণ নাগরিকদের ক্ষতির ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে।

গাজায় নিহতদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গি বলে দাবি করে তারা। হামাস সাধারণ নাগরিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। তবে হামাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

গাজা যুদ্ধ শুরুর পর নেতানিয়াহুর সঙ্গে গুতেরেসের কথা না হওয়া প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, ‘আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি; কারণ তিনি আমার ফোন ধরেননি।’

দুই সপ্তাহ পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকের সময় নেতানিয়াহু তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি রাজি আছেন বলেও জানান গুতেরেস। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, ‘আমার তার সঙ্গে কথা না বলার কোনো কারণ নেই।’ এ ছাড়া বর্তমান পৃথিবীর অবস্থাকে ‘বিশৃঙ্খল’ বলে আখ্যায়িত করেন গুতেরেস। তিনি বলেন, গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

ইউরোপে তরুণদের মধ্যে উগ্র ডানপন্থীদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে কেন?

আপনজন ডেস্ক: জার্মানি ও ফ্রান্স থেকে শুরু করে পোল্যান্ড ও স্পেন পর্যন্ত, এবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নির্বাচনে কট্টর-ডানপন্থীরা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোতে তরুণদের উল্লেখযোগ্য ভোট পেয়েছে।

করোনাভাইরাস মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো সংকটের মধ্যে বেড়ে ওঠা প্রজন্মটি নতুন দিশার খোঁজে থাকা ও টিকটক ও ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় রাজনীতিবিদদের নিয়মিত ফলো করে আসছে। তরুণ ভোটারদের সাধারণত বাম ঘরানার হিসেবে ধরে নেয়া হতো। ২০১৯ সালের ইইউ নির্বাচনে তরুণরা পরিবেশবাদী দলগুলোর প্রতি সমর্থন দেখিয়েছিল। সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গের নামানুসারে এদের ডাকা হতো ‘জেনারেশন গ্রেটা’।

তবে মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের সংকটের পর এবার অনেকেই তাদের সমর্থন কট্টর-ডানপন্থী জনতোষণবাদী দলগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

এই দলগুলো তাদের উদ্বেগগুলোকে কাজে লাগিয়ে ইইউ পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভোটের হার বাড়িয়েছে।

সংবাদমাধ্যম ভয়েস অফ আমেরিকার তথ্যানুযায়ী, কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের তরুণ ভোটারদের মধ্যে উগ্র ডানপন্থী রাজনিতিকদের প্রতি সমর্থন বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। বেশি নজর পড়ছে জার্মানির দিকে, যেখানে অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি বা এএফডি পার্টি ২২ সেপ্টেম্বর ব্র্যান্ডেনবার্গ রাজ্য নির্বাচনে জয়লাভ করার আশা করছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে এএফডি থুরিঞ্জিয়া রাজ্য নির্বাচনে বড় বিজয় অর্জন করে। তারা ৩২.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের ২৩.৬ শতাংশ থেকে অনেকে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪৫ সালে শেষ হবার পর এই প্রথম কোন উগ্র ডানপন্থী দল রাজ্য নির্বাচনে জয়লাভ করে।

তরুণদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের প্রায় ৪০ শতাংশ, এএফডির পক্ষে ভোট দেয়, বলছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেন অ্যান্সেল, যিনি “হোয়াটস রং উইথ ডেমোক্রেসি” নামে একটি পডকাস্ট হোস্ট করেন। অন্য দিকে, ৭০ বছরের বেশি বয়স্ক ভোটারদের ৫ জনের মাত্র ১ জন এএফডিকে ভোট দেয়। দলটি আশা করছে, আসন্ন ব্র্যান্ডেনবার্গ নির্বাচনে তরুণ ভোটাররা তাদের জয়ের পথে নিয়ে যাবে।

অন্যান্য দল হয়তো ভেবেছিল যে, এএফডি শুধুমাত্র বয়স্ক লোকের পার্টি এবং তরুণরা এএফডিকে ভোট দেয় না। সেটা একেবারেই ভুল, বলছেন ব্র্যান্ডেনবার্গ-এ এএফডি চেয়ারম্যান হ্যান্স-ক্রিস্টফ বারন্ডট। তরুণদের মাঝে এএফডি’র জনপ্রিয়তার কারণ কী? অ্যান্সেল বলছেন, অভিবাসন মনে হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। পূর্ব জার্মানিতে এএফডি আসলেই জনপ্রিয়, তিনি বলেন। দেশের এই অংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় গরীব, তারা জাতিগত দিক থেকে কম মিশ্র। তাই তারা দেশের নতুন জাতিগত মিশ্রতা নিয়ে বার্লিন বা অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায়। অনেকে যুক্তি দেখিয়েছে যে, এর পেছনে ইউক্রেনের যুদ্ধ একটি কারণ হতে পারে,” অ্যান্সেল বলেন। “অন্যরা বলেন এটা কোভিড-এর কারণে, বা আবাসন সঙ্কটের কারণে।

ফ্রান্সেও জেন জির প্রভাব তরুণ ভোটারদের মধ্যে এই ট্রেন্ড জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ না। গত জুনের ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের নির্বাচনে ফ্রান্সের উগ্র ডানপন্থী ন্যাশনাল র‍্যালি ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সীদের মাঝে সব চেয়ে জনপ্রিয় ছিল এবং তাদের ৩২ শতাংশের ভোট পায় – যা ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ভোটারদের চেয়ে অনেক বেশি।তরুণদের মাঝে জনপ্রিয় সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টিকটকে ন্যাশনাল র‍্যালির ২৮-বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট জর্ডান বারদেলা’র ১৬ লক্ষ ফলোয়ার আছে। টিকটক হচ্ছে ক্ষুদ্র ভিডিও এর প্ল্যাটফর্ম, যা মানুষকে হতবাক করতে চায়। পপুলিস্ট দলগুলোর দক্ষতা হচ্ছে, এই ধরনের ভিডিও বানিয়ে - যেগুলো ক্ষুদে, ধারালো এবং আলোড়ন সৃষ্টি করার মত রাজনীতি সম্পর্কে মানুষকে উৎসাহী করা, অ্যান্সেল বলেন।

একই সময়, এল পাইস পত্রিকার এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, স্পেনে ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়সী পুরুষ যাদের জেনেরেশন জি বা ‘জেন জি’ বলা হয় – তারা মনে করে যে, কোন কোন পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের চেয়ে কর্তৃত্ববাদ বেশি ভাল হতে পারে। আর ৫৯ বছর এর বেশি বয়সী যাদের ‘বেবি বুমার’ বলা হয় তাদের মাঝে এই সংখ্যা ১০ শতাংশের কম।

ধর্মঘটে অচল কেনিয়ার প্রধান বিমানবন্দর

আপনজন ডেস্ক: কেনিয়ার প্রধান বিমানবন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডাকা ধর্মঘটে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে বিমানবন্দরটির সব ধরনের কার্যক্রম।

স্থানীয় সময় বুধবার নাইরোবির জোমো কেনিয়াত্তা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই ধর্মঘট শুরু হয়। ফরাসিবার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ঐ বিমানবন্দর অধিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে ভারতের আদানি গোষ্ঠী। নাইরোবিতে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিও খুলেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিবাদে শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যাপক বিক্ষোভ চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে।

এএফপি জানিয়েছে, ১৮৫ কোটি ডলার বিনিয়োগের বিনিময়ে ভারতের আদানি গ্রুপকে ৩০ বছরের জন্য বিমানবন্দরটি লিজ দেওয়ার পরিকল্পনায় বিমানবন্দরের বর্তমান কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম নেয়। তারই ধারিবাহিকতায় ধর্মঘট পালন করে আসছে শ্রমিক ইউনিয়ন। তবে বুধবারের ধর্মঘটে বিমানবন্দরটি কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

কেনিয়ার এভিয়েশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় নিশ্চিত করেছে, তাদের ধর্মঘট মঙ্গলবার দিনগত রাতে শুরু হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ধর্মঘট কার্যকর হওয়ার পর যাত্রীরা বিমানবন্দরটিতে তাদের লাগেজ নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

রয়টার্সের প্রতিবেদন বলা হয়েছে, শ্রমিক ইউনিয়ন দাবি করেছে, আদানির সঙ্গে চুক্তির ফলে চাকরি হারাতে হবে কেনীয় শ্রমিকদের। এর ফলে কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ বাড়বে বিদেশি শ্রমিকদের। কেনিয়ার সরকারকে এসব কথা জানিয়ে এই চুক্তি বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে ইউনিয়ন। তবে সরকার বলছে, বিমানবন্দরটি বিক্রি করা হচ্ছে না এবং দেশের বৃহত্তম বিমানবন্দরের সংস্কারের চুক্তির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো নেয়া হয়নি।

এদিকে, এর আগে বিমানবন্দর অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়ায় আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কেনিয়াতে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, তা ভারত বিদ্বেষে রূপ নিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ।

পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট ফুজিমোরি মারা গেছেন

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফুজিমোরি মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার মেয়ে কেইকো ফুজিমোরি।

আলবার্তো ৯০ এর দশকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখেন। তবে পরে মাওবাদী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কারাগারে যেতে হয়েছিল তাকে।

সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, আলবার্তো ফুজিমোরির মৃত্যু ঘোষণার পর তার বাড়িতে জড়ো হতে থাকেন অনুরাগীরা। এদিন সকালেই অনেকে দেখতে এসেছিলেন তাকে। তখন আলবার্তোর অবস্থা গুরুতর ছিল। আলবার্তোর মেয়ে কেইকো ফুজিমোরি এক্সে এক বার্তায় বাবার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধের পর বাবা মারা গেছেন। বাকি ভাই-বোনেরাও বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।

জাপানি অভিবাসী দম্পতির ছেলে আলবার্তো এক সময় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প পরিচিত চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি দ্রুত নিজেকে একজন বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট আলবার্তোর মৃত্যুর পর কংগ্রেসওম্যান মার্থা মোয়ানো কেইকো তার বাড়িতে পৌঁছেছেন। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুর প্রেসিডেন্ট ছিলেন আলবার্তো। ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে ২৫ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার অপরাধে ২০০৯ সালে তাঁকে ২৫ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে চিলি থেকে আলবার্তোকে পেরুর কাছে হস্তান্তর করা হয়। তখন থেকে ১৬ বছর কারাবন্দী ছিলেন তিনি। গত বছরের ডিসেম্বরে কারাগার থেকে মুক্ত হন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানা ঠেকাতে নেতানিয়াহুর নতুন ষড়যন্ত্র

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেফতারি পরোয়ানা ঠেকাতে নতুন ষড়যন্ত্র করছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়াতে গাজা যুদ্ধের বিষয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করতে অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারভ-মিয়ারাকে অনুরোধ করেছেন বিচারমন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন। নেতানিয়াহুর নির্দেশে তিনি এই অনুরোধ করেছেন। একবার এই তদন্ত শুরু হয়ে গেলে আইসিসির আগেই তাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হবে। এদিকে ইসরায়েলি টিভি চ্যানেল টুয়েলভ জানিয়েছে, নেতানিয়াহু চলমান যুদ্ধ এবং কীভাবে হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে, তা নিয়ে তদন্তের খাতা খুলে তা আবার বন্ধ করে দিতে চান। পরে আইসিসিতে একটি আপডেট দাখিল করা হবে এবং বলা হবে যে এসব অভিযোগ ইসরায়েলে তদন্ত হয়েছে। তাই বিশ্ব আদালতের হস্তক্ষেপের কোনো দরকার নেই। তবে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন বাহারভ-মিয়ারা। সরকারি তদন্তের পরিবর্তে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে তার এই প্রস্তাবে রাজি নন নেতানিয়াহু। তার দাবি, এর মাধ্যমে তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। গাজা উপত্যকায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গত মে মাসে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান কৌঁসুলি করিম খান। এই দুজন ছাড়াও ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলার সময় কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদল হামাসের তিন নেতার বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন করেন তিনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৭ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০২	৫.২৩
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৩.৫৮	
মাগরিব	৫.৪৭	
এশা	৬.৫৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৪	

ভিয়েতনামে বন্যা-ভূমিধসে নিহত বেড়ে ১৯৭

আপনজন ডেস্ক: ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে সুপার টাইফুন ইয়াগির প্রভাবে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৭ জনে। এখনো নিখোঁজ রয়েছে প্রায় ১২৮ জন এবং আড়াই লাখ হেক্টরেরও বেশি জমির ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে।বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) দেশটির কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত দুর্যোগ কর্মকর্তারা একটি অফিসিয়াল রিপোর্টে এ তথ্য জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আছড়ে পড়ল শক্তিশালী ঝড় ‘ফ্রান্সিন’

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানা অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে হারিকেন ফ্রান্সিন ১২০ কিলোমিটার গতিতে আঘাত হেনেছে।

দেশটির ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, ঝড়টি লুইসিয়ানায় দক্ষিণে আঘাতের পর নিউ অরলিন্সেও ৫০ কিলোমিটার গতিতে আঘাত হানবে।

হারিকেন সেন্টার এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছে, ঝড়টি ক্যাটাগরি-১ থেকে ২ এ রুপ নিয়েছে। ঝড়ের আঘাতে ভূমিধসসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। ঝড়ের প্রভাবে এরইমধ্যে ২ লাখ বাড়িঘর এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে।

লুইসিয়ানার গর্ভনর জেম ল্যান্ড এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ওই রাজ্যে জরুরি সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়া হারিকেন মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, লুইসিয়ানার অন্যতম শহর নিউজ অরলিন্সে ২০০৫ সালে শক্তিশালী হারিকেন ক্যাটরিনার আঘাতে ১৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়। এছাড়া ১২৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়।

পাকিস্তানজুড়ে বিক্ষোভের ডাক ইমরানের দল পিটিআইয়ের

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) আগামীকাল শুক্রবার দেশজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। দলটির কয়েকজন শীর্ষ নেতা ও সংসদ সদস্যদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এ বিক্ষোভের ডাক দেয়া হয়। এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান পিটিআইয়ের সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) সালমান আকরাম রাজা, বিরোধী নেতা ওমর আইয়ুব খান এবং প্রাক্তন এনএ স্পিকার আসাদ কায়সার। এর আগে গত রোববার (৮ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে রাজধানী ইসলামাবাদের উপকণ্ঠে বিশাল জনসভা করে পাকিস্তান তেহেরিক-ই-ইনসাফ পিটিআই। ওই সমাবেশ থেকে অবিলম্বে ইমরান খানের মুক্তির দাবি জানান নেতাকর্মীরা। গেল ফেব্রুয়ারিতে বিতর্কিত নির্বাচনের পর এটিই ছিল পিটিআইয়ের প্রথম শক্তি প্রদর্শন। এর একদিন পর সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) অভিযান চালিয়ে পিটিআই চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষে দলটির কয়েকজন সংসদ সদস্যকেও আটক করা হয়। যদিও তীব্র সমালোচনার মুখে মঙ্গলবার কয়েকজনকে মুক্তি দেয়া হয়। তবে দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা শঙ্কা প্রকাশ করে বলছেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড পাকিস্তানে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

স্বল্পপাল্লার একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করল উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: স্বল্পপাল্লার একাধিক ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো উত্তর কোরিয়া। বৃহস্পতিবার দেশটি পূর্ব উপকূল থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিক্ষেপ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী এই তথ্য জানিয়েছে। দুই মাসেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথম এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ করলো পিয়ংইয়ং। সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। সিউলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, জুলাইয়ের শুরু থেকে পরমাণু শক্তিধর দেশটির এটি প্রথম বড় ধরনের অস্ত্র পরীক্ষা। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের শাসনাকালে এই বছর কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইউক্রেনে ব্যবহারের জন্য উত্তর কোরিয়ার মিত্র রাশিয়ার কাছে অস্ত্র বাণিজ্যের কথা অস্বীকার করেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন কূটনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে তারা এই বছর দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম সরঞ্জাম দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্তে মোতায়েন করেছে। এদিকে সিউলের জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ বলেছেন, তারা বৃহস্পতিবার ভোরে পিয়ংইয়ং থেকে পূর্ব সাগর বা জাপান সাগরে নিক্ষেপ করা একাধিক স্বল্পপাল্লার ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করেছে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রায় ৩৬০ কিলোমিটার উড়ে যাওয়ার পর বিস্ফোরিত হয়।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৪৯ সংখ্যা, ২৮ ভাদ্র ১৪৩১, ৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় বলিয়াছেন—“শুনে বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, ‘মারিয়া করিব খুন।’/ বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।” কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কাহারো উপর ‘বাবু’ রাগ দেখাইলে তাহার অধীনস্থ ‘পারিষদ’ আরো শতগুণ রোষপ্রকাশে বাবুকে খুশি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শতবর্ষ পূর্বে কবি এমন চিত্র আঁকিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় হইল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই এখনো এই চিত্র দেদীপ্যমান।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এমনিতেই জনগণের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ নাই। তাহাদের শরীরের কোষে কোষে শত শত ক্ষত। সেই সকল ক্ষতের নিরাময় প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষতের একটুখানি উপশমের যথার্থ চেষ্টা দূরের কথা, মূল্যস্ফীতিসহ বিবিধ সংকটের চাপে পড়িয়া বরং সেই সকল ক্ষত আরো গাঢ় হয়। এই অবস্থায় কেহ যদি সেই ক্ষত তথা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে? মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন। জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ, যাহা দিয়া আমরা অনেক পুণ্য অর্জন করিতে পারি, আবার ইহার খারাপ ব্যবহার আমাদের দুর্ভোগের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। দেখা যায়, জিহ্বার দ্বারা আমরা গুনাহের কাজ অধিক করি। এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে আমাদের অজ্ঞানতা এবং কালচার। এক বিশিষ্টজন বলিয়াছিলেন—বাঙালির কালচার নাই, যাহা আছে তাহা এগ্রিকালচার। বাঙালির গিবত ও বাজে কথা বলিবার প্রীতি দেখিয়া এক স্কলার আরো আগাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘এগ্রিকালচার নামে বাঙালির যাহা আছে, তাহা আসলে আগিল-কালচার।’ আমরা আসলে এই ‘কুসিত কালচার’ হইতে বাহির হইতে পারিতেছি না। জিহ্বার লাগাম টানিয়া ধরিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, মেধা যদি না থাকে, তাহা হইলে মনন তৈরি হয় না। তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন অনেকেরই মনন তৈরি হয় নাই। এই জন্য অনেকেই তাহার জিহ্বা সংযত না করিয়া মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া ফেলেন। তখন ভাষার বিষে নীল হইতে হয় সাধারণ মানুষকে। এখন, পারিষদ শ্রেণির কাহারো কাহারো দিশাহীন শূন্যগর্ভ ভাষণের মধ্যে আশা না থাকিয়া বিষ থাকিলে মানুষ কোথায় যাইবে? ১৯৫৭ সালের ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় একজন স্বতন্ত্র সদস্য দাঁড়াইয়া তাত্পর্যপূর্ণ কিছু শ্লেষ কথা বলিয়াছিলেন, যাহার মর্মার্থ হইল—ইহারা (দায়িত্বপ্রাপ্তরা) বলিবে দক্ষিণে, কিন্তু উত্তরে যায়;/ সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচে, / জলে শিলা ভাসে, বানর সংগীত গায়।

মনে রাখিতে হইবে, হাদিসে নাজাত পাওয়ার জন্য প্রথমেই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয় যে, জিহ্বার কারণে মানুষ ৩০টিরও বেশি গুনাহতে লিপ্ত হইতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে ‘জিহ্বা সংযত রাখা’ বেশি কঠিন। এই জন্য রাসুল (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন—‘যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস :৭৮৫৪)। সুতরাং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেশি কথা বলিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখেন—এই কথাটি তাহার কি না-বলিলেই নহে? হজরত আলি (রা.) বলিয়াছেন যে, যদি শরীরের কোনো অঙ্গে বিষ থাকে তাহা হইল—বাগ্যন্ত্র। (কাওয়ায়েদুন নবওয়্যাহি :২৯৯)। যথার্থ অর্থেই জিহ্বার বিষ এতটাই বিষাক্ত যে উহা অনেক অর্জনই তছনছ করিয়া দিতে সক্ষম। জিহ্বা একই সঙ্গে হিতকর এবং অনিষ্টের মূল। ইহার দ্বারা অন্যকে বন্ধু বানানো যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, মানুষের চোখের জল মুছিয়া দেওয়া যায়। আবার ইহার দ্বারাই অন্যকে প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত করা যায় এবং পরম শত্রু বানানো যায়। এই জন্য যাহারা বিজ্ঞবান, তাহারা ভাবেন—কী দরকার এত কথা বলিবার? মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের একটি মুখ কিন্তু দুইটি কান দিয়াছেন। ইহার মাজেজা হইল—তুমি কম বলো, বেশি করিয়া শোনো। কিন্তু আমরা কতজন তাহা বুঝি বা মানি?

•••••••••••••

মণিপুরে নতুন করে সহিংসতার নেপথ্যে কী?

মণিপুর রাজ্যের দুটি জেলায় কারফিউ এবং অন্য আরেকটি জেলায় চলাচলের ওপরে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি জেলায়। পুলিশ বলছে যে বুধবার নতুন কোনও সহিংসতা না ঘটলেও মঙ্গলবার সারা দিন দফায় দফায় যে সংঘর্ষ চলেছে ছাত্র-আন্দোলনকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে, তা রাত পর্যন্ত জারি ছিল। লিখেছেন **অমিতাভ ভট্টশালী**

মণিপুর রাজ্যের দুটি জেলায় কারফিউ এবং অন্য আরেকটি জেলায় চলাচলের ওপরে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি জেলায়। পুলিশ বলছে যে বুধবার নতুন কোনও সহিংসতা না ঘটলেও মঙ্গলবার সারা দিন দফায় দফায় যে সংঘর্ষ চলেছে ছাত্র-আন্দোলনকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে, তা রাত পর্যন্ত জারি ছিল।

এডিটর্স গিল্ড অফ মণিপুরের মহাসচিব ও সিনিয়র সাংবাদিক ওয়াই রূপাচন্দ্র সিং বলছিলেন, “মঙ্গলবার রাত পর্যন্তও গুলির শব্দ শোনা গেছে ইম্ফলে। বহু জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্ররা। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তাদের ছোটখাটো সংঘর্ষও হয়েছে একাধিক জায়গায়।”

“তবে সামাজিক মাধ্যমে অনেক ধরণের ভুয়া ভিডিও ছড়াচ্ছে, ভুয়া খবরও ছড়াচ্ছে। যেমন এখানে নাকি স্বাধীনতার দাবিতে মানুষ পথে নেমেছেন। মণিপুরে কোনও স্বাধীনতার দাবি ওঠেনি।বরং মেইতেই আর কুকি – দুই গোষ্ঠীই এক ধরনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে যে কারা কত বেশি ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়াতে পারে,” বলছিলেন রূপাচন্দ্র সিং।

পুলিশ যা বলছে

মণিপুর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আইজি কে কবির বুধবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, “গত ২৪ ঘণ্টায় ইম্ফল উপত্যকায় বহু বিক্ষোভ হয়েছে। ইম্ফল পূর্ব, বিষ্ণুপুর, কাকচিঙ এবং ইম্ফল পশ্চিমে বিক্ষোভ মিছিলগুলি মূলত শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে ইম্ফল পশ্চিমের কয়েকটি এলাকায় বিক্ষোভকারীরা সহিংস হয়ে ওঠেন।

“কাকোয়া বাজার এলাকার বিক্ষোভে বন্দুকসহ সহিংস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উরিপক অঞ্চলের একটি বিক্ষোভে পেট্রল বোমাও ছোঁড়া হয়েছে। ওই ঘটনায় ১০ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেক ছাত্র ছিল। তবে যারা আহত হয়েছেন বা ধরা পড়েছেন, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উস্কানিদাতাও ছিল। এরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দা নন,” জানিয়েছেন মি. কবির।

মঙ্গলবার কারফিউ জারি হওয়ার পরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ ফ্ল্যাগ মার্চ চলছে এবং রাজধানী ইম্ফলের রাস্তায় যানবাহন খুবই কম চলছে বলেও জানিয়েছেন মি. সিং।

গত বছর তেসরা মে থেকে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীদুটির মধ্যে যে সহিংসতা শুরু হয়েছিল, তা গত বেশ কয়েকমাস ধরে একরকম বন্ধই ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে আবারও সহিংসতা শুরু হয়। গত ১০ দিনে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে। নিহতদের মধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাও আছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ফাঁস হওয়া কথোপকথন সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে নতুন করে সহিংসতা শুরু হওয়ার আগে গত মাসে দুই দফায় একটা অডিও টেপ ফাঁস হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের কথিত এক কথোপকথনের ফাঁস হয়ে যায় বলে দাবি করা হয়। প্রথম দফায় কুকিদের একটি সংগঠন এবং তারপরে একটি জাতীয়-স্তরের ইংরেজি সংবাদ পোর্টাল ওই অডিওটি ফাঁস করে।

ক্ষমতাসীন বিজেপির কয়েকজন কুকি জনগোষ্ঠীর বিধায়কসহ ওই জনজাতির বিভিন্ন সংগঠন ফাঁস হয়ে যাওয়া অডিও কথোপকথনের সূত্র ধরে অভিযোগ করে যে গত বছর থেকে মেইতেই ও কুকিদের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছে, তা আসলে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়েরই মস্তিষ্ক-প্রসূত। তিনিই কুকিদের ওপরে হামলা চালিয়ে ‘এথনিক ক্লেনসিং’ চালাতে শুরু করেন বলে ওই ফাঁস হওয়া অডিও টেপে শোনা গেছে, যা মুখ্যমন্ত্রীর গলা বলেই মনে করছে কুকিরা।

তবে রাজ্য সরকার লিক হয়ে যাওয়া ওই কথেপাকথনের বিষয়ে অত্যন্ত কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল। তারা বলেছিল ওই ‘জাল’ অডিও টেপের মাধ্যমে কোনও একটি অংশ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উস্কিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করছে। এই ‘ষড়যন্ত্রে লিপ্ত’ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং তাতে জড়িত সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে ওই কথোপকথনের পুরোটাই বিচারপতি লাম্বা তদন্ত কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত করে দেখার জন্য জমা দেওয়া হয়েছে বলে কুকি সংগঠনগুলি জানিয়েছে। গত বছর মে মাস থেকে মণিপুরে সহিংসতার কারণ খুঁজে দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ওই তদন্ত কমিশন।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে যে সব সহিংসতা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ড্রোন থেকে বোমা হামলার ঘটনা।

এছাড়াও স্থানীয়ভাবে, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একধরনের মিসাইল বা রকেটও ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানাচ্ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক রূপাচন্দ্র সিং।

“আমার সংস্থার এক সাংবাদিক ড্রোন ব্যবহার করে বোমা নিক্ষেপের সাক্ষী। প্রথমবার যখন ড্রোন থেকে বোমা ফেলা হচ্ছিল সেখানে হাজির মানুষজনকে তিনি সাবধান করে দিয়ে দ্রুত সরে যেতে বলেন। কিন্তু পরের হামলায় তিনি নিজেই আহত হয়েছেন। বোমা হামলার জন্য ড্রোনের ব্যবহার এই প্রথমবার দেখা গেল মণিপুরে,” বলছিলেন মি. সিং।

নিরাপত্তা বাহিনীগুলিও বলছে শুধু মণিপুরে নয়, পুরো ভারতেই এই প্রথমবার ড্রোন থেকে বোমা ফেলা হলো।

যেসব কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মণিপুরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আছে, সেগুলিরই অন্যতম বিএসএফ।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুরজিৎ সিং গুলেরিয়ার কথায়, “ভারতে আমরা এরকম হামলা আগে দেখি নি। তবে মণিপুর লাগোয়া মিয়ানমারে সেখানকার বিদ্রোহীরা ড্রোন থেকে নিয়মিতই বোমা হামলা চালিয়ে থাকে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ওপরে হামলা চালাতে তারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে আখছার। আর এটাও আমরা জানি যে কুকি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির শিবির রয়েছে মিয়ানমারে, সেখান থেকে তারা নিয়মিতই সরঞ্জাম নিয়ে আসে।

“মণিপুর আর মিয়ানমারের সীমান্তে অনেক ফাঁকফোকর আছে। আবার মিয়ানমারে চীনের তৈরি সস্তার ড্রোন সহজলভ্য। মণিপুরে যেসব ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি ওই ধরণেরই ড্রোন। অতএব বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কোথা থেকে এই প্রযুক্তি আনা হয়েছে। এতে আমরা মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না,” জানাচ্ছিলেন মি. গুলেরিয়া।

ড্রোন থেকে বোমা হামলা ছাড়াও দেশীয় প্রযুক্তিতে স্থানীয়ভাবে তৈরি একধরণের মিসাইল বা রকেট ব্যবহার করা হয়েছে সাম্প্রতিক সহিংসতায়।

সিনিয়র সাংবাদিক রূপাচন্দ্র সিং বলছিলেন, “দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এইসব মিসাইলকে এখানে বলা হয় পম্পি। সেটারও ব্যবহার করা হয়েছে এমাসের সহিংসতায়।” পম্পি অবশ্য মূল শব্দ ‘বম্পি’-র বিকৃত রূপ। বম্পি-র মধ্যে ‘বম’ অংশটি হল বোমা আর পি অর্থ বড়, মানে বড় বোমা।

“কিন্তু এখন শব্দটা বদলে গিয়ে পম্পি হয়ে গেছে।এগুলো একেবারেই স্থানীয়ভাবে তৈরি মর্টার এবং রকেট গোত্রীয় বোমা। দেশীয় প্রযুক্তির এই অস্ত্রগুলি খুবই সহজলভ্য মণিপুরে। এর আগেও এর ব্যবহার দেখা গেছে,” বলছিলেন মি. সিং।

দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা?

কুকি জনজাতিভুক্ত এক কলেজ অধ্যাপক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলছিলেন, “ওইসব ড্রোন থেকে বোমা হামলা বা দেশীয় মিসাইল সাম্প্রতিক সহিংসতায় ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলি যে কুকি অধ্যুষিত অঞ্চল থেকেই ছোড়া হয়েছে, তার তো কোনও তদন্ত এখনও হয়নি। এভাবে নিশ্চিত করে কী বলা যায় যে ওইসব মারণাস্ত্র কুকিরাই ছুঁড়েছে?”

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওই অধ্যাপকের পাল্টা প্রশ্ন, “সহিংসতা, বোমা হামলা ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে। কুকি অঞ্চল থেকে হামলা হচ্ছে, এটাও বলা হচ্ছে। কিন্তু তার ঠিক আগেই যে মুখ্যমন্ত্রীর একটা কথোপকথন ফাঁস হল, তা নিয়ে তো বিশেষ প্রচার দেখছি না জাতীয় সংবাদমাধ্যমে!

“যদিও ওই ফাঁস হয়ে যাওয়া কথোপকথনে গলাটা মুখ্যমন্ত্রীরই কি না, তা একশো শতাংশ নিশ্চিত নয়, কিন্তু ওই ফাঁস হয়ে যাওয়া কথোপকথন থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই নতুন করে এই সহিংসতা শুরু হলো না তো?” বলছিলেন ওই অধ্যাপক ।

মণিপুরের এক মানবাধিকার কর্মী, যিনি বর্তমানে মণিপুরের বাইরে আছেন নিরাপত্তাজনিত কারণে, তিনি বলছিলেন যে ওই অডিও টেপ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা তো বিব্রত হয়েছেন নিশ্চিতভাবেই। এবং তারপরেই দেখা গেল যে সহিংসতা শুরু হলো, জানাচ্ছিলেন ওই মানবাধিকার কর্মী।

ওই মানবাধিকার কর্মীও নিজের নাম প্রকাশ না করতে অনুরোধ করেছেন।

কবে থামবে অস্থিরতা?

ওই মানবাধিকার কর্মীর কথায়, “আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন যেভাবে, যে অঞ্চলে ড্রোন থেকে বোমা ফেলা হয়েছে পর পর দুদিন ধরে, সেটা সেনাবাহিনীর ৫৭ নম্বর মাউন্টেন ডিভিশনের সদর দফতরের খুব কাছে, যদিও এলাকাটিতে সরাসরি ২২ আসাম রাইফেলসের অধীন। ড্রোন কোথা থেকে ওড়ানো হল, সেই জায়গাটি নির্দিষ্টভাবে দুদিনেও চিহ্নিত করা গেল না কেন?”

“এই বড় প্রশ্নটা তো মানুষ তুলছেন। আবার রকেট হামলা হয়েছে প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে। নিরাপত্তা বাহিনী কেন ধরতে পারল না কাউকে? এগুলো করা হলে তো মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তায় নামতেন না! মানুষ তো মনে করছেন যে তারা একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন,” বলছিলেন ওই মানবাধিকার কর্মী।

সিনিয়র সাংবাদিক ওয়াই রূপাচন্দ্র সিং অবশ্য মনে করছেন যে কোনও একটি কারণে যে সাম্প্রতিকতম সহিংসতাগুলি হচ্ছে, তা নয়।

তার কথায়, “অডিও কথোপকথন ফাঁস হওয়া, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে মিছিল-বিক্ষোভ আর তারপরেই নতুন করে সহিংসতা – এই সবই একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই এটা বলা যাবে না যে কোনও একটা কারণে নতুন করে সহিংসতা ছড়ালো।এর সঙ্গে রয়েছে ভুয়া তথ্য, ভুয়া ভিডিও এবং ভুল খবর ছড়ানোর ব্যাপারগুলো তো আছেই। তবে সবই যে ভুয়া খবর বা ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে, তাও নয়, সত্য ঘটনাও আছে। কোনও একটি বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না।”

তবে এই সহিংসতা কবে থামবে, তা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না।

রূপাচন্দ্র সিং বলছিলেন, “মুখ্যমন্ত্রী একটা সময়সীমা দিয়েছিলেন যে ছয় মাসের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তারপরেই তো নতুন সহিংসতা শুরু হলো।”

আবার কুকি জনজাতির ওই অধ্যাপকে কথায়, “কবে যে এসব থামবে, তা বলা কঠিন।”

বিএসএফের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুরজিৎ সিং গুলেরিয়া মনে করেন, “শুধু নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পর্যায়ে তার সমাধান খুঁজতে হবে।”

সৌ: বিবিসি বাংলা

মনুষ্য সমাজের উন্নতি এবং সুস্থ সমাজ চালনায় সাহিত্যের অবদান

সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়

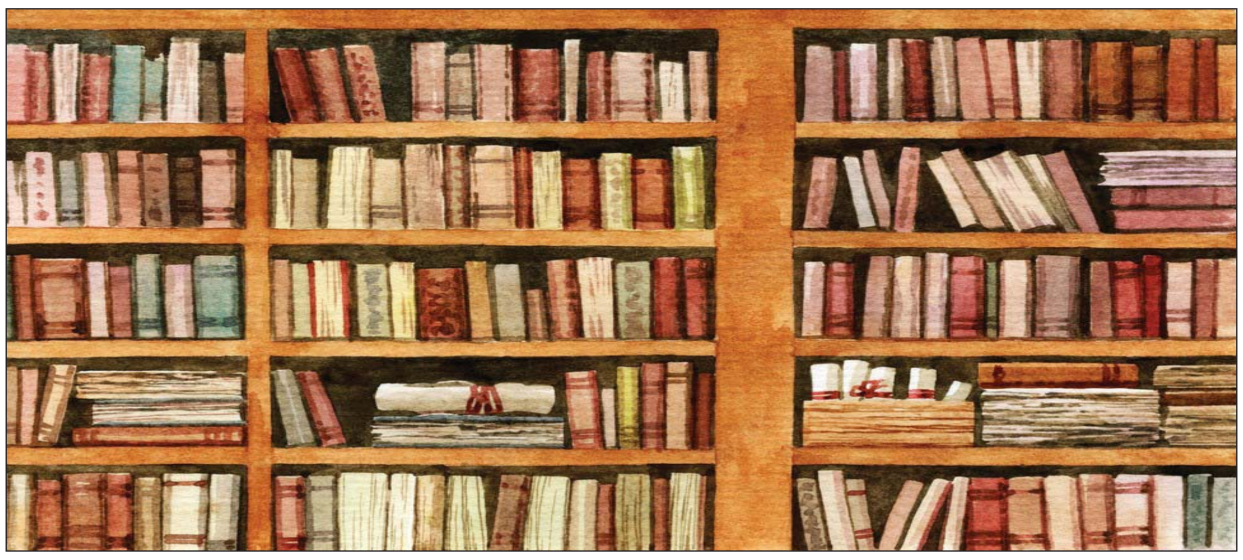

আমার ছেলে তখন বাড়ি ছিলনা। ছেলের বন্ধু, ২৪-২৫ বছরের ৪ জন যুবক আমাদের বাড়িতে এসে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরা প্রত্যেকেই বি.টেক অথবা এম. এসসি.পাস এবং বিভিন্ন নামী সংস্থায় সম্মানীয় পদে চাকরি করে। ওরা যেখানে বসেছিল তার পাশেই একটা খোলা সেলফে অনেক বই এবং ম্যাগাজিন রাখা ছিল। ওগুলো না দেখে ওরা প্রত্যেকেই মোবাইল ফোনে আঙুল ঘষে চলছিল। চারটি ম্যাগাজিন ওদের কাছে দিয়ে ওদের বললাম,” প্রত্যেকে অন্তত যেকোনও একটা করে খুব ছোট গল্প, প্রবন্ধ বা অন্য কিছু পড়,অনেক কিছু জানার জিনিষ আছে ” । আমি ওখান থেকে চলে গেলাম। ১০-১২ মিনিট পর ফিরে এসে দেখলাম,ওরা সেই যথাপূর্বম মোবাইলই ঘেঁটে চলেছে। একটু অসন্তুষ্ট মনেই ওদের বললাম, “ বইগুলো তোরা কেউ দেখলি না “? ওদের একজন বলল, “ কাকু, এসব আজকাল কেউ দেখে না,তবু শুধুমাত্র তোমার কথা রাখতে আমরা সবাই এগুলো ভালো করে উল্টে-পাল্টে দেখেছি কিন্তু ওগুলোর মধ্যে কিছু নেই “। আরেকজন বলল,“ আজকাল প্রায় সবাই বলে যে,সাহিত্য পড়ে কোনও লাভ নেই, বরং বিজ্ঞান আর বাণিজ্য পড়লে লাভ আছে , মানুষের যত উন্নতি তো বিজ্ঞানই করেছে ”।

এই ছেলেগুলোর কোনও বিক্ষিপ্ত চরিত্র নয়, অনেক মানুষই বলেন যে,বিজ্ঞানের উন্নতিতেই নাকি মানুষের সমাজে এত উন্নতি ,মানুষ আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছে ,এখানে সাহিত্যের কোনও অবদানই নেই। একথাও বলতে শোনা যায় যে ,সাহিত্য পড়া বাদ দিয়ে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি পড়ানো হোক।এই ধারণা কি আদৌ ঠিক ?

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, আদিম যুগে বাঘ, সিংহ,শিয়াল, ভল্লুক ইত্যাদি চতুষ্পদ বন্য জন্তুর মত মানুষও উলঙ্গ হয়ে বনের মধ্যে চরে বেড়াত। খাদ্যের প্রয়োজনে হরিণ,খরগোশ,ভেড়া,শূয়োর ইত্যাদি প্রাণী মেরে তাদের কাঁচা মাংস খেত। তাছাড়া বনের ফল,মূলাদিও খেত। বন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের কোনও তফাৎ ছিলনা। পাশাপাশি ঐসব জন্তু-জানোয়াররাও যেমন নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, মারামারি এবং কামড়া-কামড়ি করে একে অপরকে রক্তাক্ত করে দিত,মানুষও সেইরকমই করত। কিন্তু,কিছু মানুষের মগজ নিঃসৃত একের পর এক আবিষ্কারে মানুষ অনেক কিছু শিখেছে,যেগুলো বন্য জন্তুদের থেকে মানুষকে আলাদা জায়গায় নিয়ে গিয়েছে , মানুষ ক্রমে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে।সেইসঙ্গে পারস্পরিক ভালবাসা এবং বিপদে পাশে থাকার বিভিন্ন কাহিনী মানুষের ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগিয়েছে ,মনে এনেছে শৃঙ্খলারবোধ। বিজ্ঞান যেমন মানুষকে দিয়েছে প্রযুক্তিগত উন্নতি ,পাশাপাশি সাহিত্য দিয়েছে এই বন্য মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে,উন্নত মননের দিশা।

বীরত্বের বিভিন্ন গাঁথা মানুষকে সাহস জুগিয়েছে। বহু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সাহিত্যিকদের কলম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে।ভারতবর্ষে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল , বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ , দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রমুখ আরও অনেক কবির কলম থেকে ঝরে পড়া বিদ্রোহী লেখনী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রবলভাবে লড়াইের ময়দানে মানসিক শক্তি জুগিয়েছে। ধর্মীয় বিভেদকে দূরে সরিয়ে রেখে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস.ওয়াজেদ আলি সাহেবের বিভিন্ন রচনা।

সাহিত্য হতাশায় ভুগে আত্মহত্যা করতে যাওয়া মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছে। মনে পড়ে, তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। ক্লাসে একদিন একজন মাষ্টারমশাই একটা গল্প বললেল। গল্পটা ছিল, ইউরোপ বা আমেরিকার কোনও এক দেশে একজন মানুষ সমাজের কাছ থেকে প্রচণ্ড নির্যাতিত হচ্ছিলেন। আত্মহত্যা করার আগে তাঁর মনে হল,” আত্মহত্যা না করে বরং আমার বিরুদ্ধে হওয়া এইসব অত্যাচারের কাহিনী আগামী দিনের মানুষের জন্য লিখে রেখে যাই ,মানুষ এর থেকে শিক্ষা নেবে”।আত্মহত্যা না করে তিনি সেগুলো লিখতে শুরু করলেন। এই কাহিনী আমাদের ক্লাসের “ নীরেন” নামের ১৩ বছরের একটি ছেলেকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়ে এনেছিল। নীরেনের ঘটনাটা খুবই শিক্ষণীয়। নীরেনের বাবা-মায়ের মধ্যে যথেষ্ট মিলমিশ ছিল। কিন্তু নীরেনের ওপর তার অত্যন্ত উচ্চ-শিক্ষিত,ধনী এবং অভিজাত বাবা-মায়ের ছিল অতিরিক্ত শাসন ও বিধিনিষেধ ,যেগুলো নীরেনের মত একটা ছোট ছেলের পক্ষে ছিল প্রচণ্ড কষ্টদায়ক এবং অসহনীয়।বাবা-মায়ের দেখে আরও অনেকে নীরেনকে অযথা বকাবকি করত, যেটা আমাদের দেশের বহু মানুষেরই স্বভাব। বাস্তবে এই ঘটনাটি প্রচণ্ডভাবে আমার মনে দাগ কেটেছিল।

উপযুক্ত কাহিনী অনেক সময় সমস্যা জর্জরিত মানুষকে আশার আলো দেখিয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা কম এবং অর্থাভাবের সমস্যায় পড়া কোনও কোনও মানুষকে সাহিত্যই দিয়েছে মনের জোর, দেখিয়েছে পথের দিশা। কারাগার,পাগলা-গারদ ইত্যাদি বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ ও গল্প সে’সব জায়গায় বন্দি মানুষের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে সংবেদনশীল মানুষকে তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়েছে ,তাদের বিষয়ে ভাবার প্রবণতা এনেছে।আসলে সাহিত্য হল লেখকের মনের সুক্ষ অনুভূতির প্রকাশ এবং অন্যের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার একটা বড় মাধ্যম। তাছাড়া, বিনোদনের জগতেও যে’সব সিনেমা, নাটক ইত্যাদি মানুষ দেখে, সেগুলোও তো সাহিত্য-সৃষ্ট কাহিনীর ওপরই নির্মিত।এইভাবে সাহিত্য মানুষকে অনেক কিছুই দিয়েছে, যার আয়তন বিশাল ,মূল্য অনেক। অতএব মানুষের উন্নতিতে এবং সুস্থ সমাজ চালনায় সাহিত্যের কোনও অবদান নেই , ধারনাটা চরম ভুল বরং উন্নত মানসিকতা গড়তে এবং সুস্থ সমাজ চালনায় সাহিত্যের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

প্রথম নজর

ধর্মীয় জলসায় রক্তদান শিবির, অংশ নিলেন মহকুমা শাসক

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: রাত্রিবেলা হবে বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সকাল থেকে সারাদিন যদি সমাজ সেবামূলক কাজ করা যায় তাহলে কেমন হয়? যেইনা ভাবা অমনি কাজ শুরু এমনটাই জানালো বাঁকাদহ জলসা কয়েকটির সদস্যরা। রক্তদান জীবন দান এই স্লোগানকে পাথেয় করে চলল সারাদিনব্যাপী রক্তদান শিবির, এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অধিনস্ত বাঁকাদহ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০০ জন ডোনার রক্তদান করেন আশ্চর্যভাবে মহিলারা রক্তদান করেছেন এই শিবিরে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক তিনি বলেন এই এক অভূতপূর্ণ অনুষ্ঠান, এরকম অনুষ্ঠানে এসে নিজেকে ধন্য মনে করছি, বাল্যবিবাহ সহ আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জনগণকে সচেতন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের এসডিপিও। তিনি বলেন রক্তদান জীবন দান তাই আমরা এই অনুষ্ঠান করতে পেরে নিজেদেরকে ভালো লাগছে। ভবিষ্যতে আরও এরকম সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাব। উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর থানার অফিসার,বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক সহ আরো শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠানের সভাপতি মোঃ তারিফ মল্লিক, জানান আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও এমন একটি অনুষ্ঠান করলাম বেশ ভালো লাগলো পরবর্তীতে আরো এমন অনুষ্ঠান করব। রাতে ধর্মীয় জলসা এবং জলসার শেষে বিশ্ব মানব কল্যাণের জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটে।

চিকিৎসকের জন্য রক্ষা পুলিশের প্রাণ, পুলিশ বাঁচালেন ডাক্তারকে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: চিকিৎসকের চিকিৎসায় প্রাণে বাঁচলেন অসুস্থ পুলিশ আধিকারিক। অপরদিকে পুলিশের সাহায্যে প্রাণ পেলেন দূর্ঘটনার কবলে পড়া চিকিৎসক। প্রথম ঘটনাটি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধাননগরের। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঝাড়গ্রাম জেলার। ঘটনা দুটির তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বুধবার। রাতের বেলা স্বাস্থ্য ভবনে কর্মরত এক পুলিশ আধিকারিক শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েকদিন ধরে এখানে আন্দোলনরত রয়েছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকরা। অসুস্থ পুলিশকর্মী কে কনিষ্ঠ চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তারপর পুলিশ আধিকারিক কে নিকটবর্তী চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এসময় দুই চিকিৎসক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে ছিলেন। বিধাননগর পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই চিকিৎসকদের।'

অন্য ঘটনায় ফাঁসিতলায় এদিন রাতে যাত্রীবাহী বাস ও মালবাহী ট্রাকের মধ্যে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে আসেন ঝাড়গ্রাম মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং ঝাড়গ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা। গ্যাস ক্যাটার ব্যবহার করে দরজা কেটে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান পুলিশ।

আহত যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন মেদিনীপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পেডিয়াট্রিক বিভাগের এক কনিষ্ঠ চিকিৎসক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

সাম্প্রতিক আরজিকর কান্ডের পর চিকিৎসক ও পুলিশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা তৈরি হয়। তিক্ততার মাঝে যেন এ এক পেশাগত সম্প্রীতির সুন্দর উদাহরণ সৃষ্টি হল। পেশার গন্ডি পেরিয়ে কণ্ঠশিল্পী ভুপেন হাজারিকার গানের পঙতি 'মানুষ মানুষের জন্য' বাস্তবে প্রতিফলিত হল।

ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধন মাদ্রাসায়

মোহিম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার বাজারগাঁও ২ নম্বর অঞ্চলের দারুল উলুম আশরাফিয়া আজিজুল ইসলাম হারভাঙ্গা মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়, আধুনিক শিক্ষার দিকেও সমান গুরুত্ব পায়। এখানে কোরআন মুখস্থের পাশাপাশি, আরবি ভাষার উপর দক্ষতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। একইসঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শিতা গড়ে তোলার জন্যও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই মাদ্রাসার বিশেষত্ব হলো, ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থীরা একদিকে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান অর্জন করছে, অন্যদিকে দুনিয়ার বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে চলার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা শিখছে। ফলে তারা শুধু ধর্মের পথে নয়, জীবন এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাফল্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও জাগতিক উভয় দিকেই সফলতার পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

নদিয়ার স্কুলে ছাত্রীদের হিজাব পরে আসতে নিষেধ করায় ক্ষোভ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: হিজাব পরে আসা যাবে না স্কুলে! তুমুল বিতর্ক নদিয়ার স্কুলে করিমপুরে হিজাব পরা নিয়ে এবার বিতর্ক নদিয়ার স্কুলে।বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী করিমপুর এলাকার একটি স্কুলে বৃহস্পতিবার এই নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। করিমপুর ২ ব্লক এলাকার গোয়াস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের এক অভিভাবকের। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের নিয়ে জরুরি সভা বিডিও অফিসে।ঘটনায় স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। তাদের অভিযোগ, ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রীদের হিজাব পরে স্কুলে আসা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উচ্চ মাধ্যমিকের এক ছাত্রীকে হিজাব পড়া নিয়ে বকাঝকা করেন প্রধান শিক্ষক। সেখান থেকেই বিতর্কে সূত্রপাত। বিতর্কের পরে।সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কথায় প্রভাবিত হয়ে ওই নির্দেশ দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দাবি, নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন করলেও সে বিষয়ে কোনো উত্তর দেননি তিনি।

প্রধান শিক্ষককে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শচীনমন্দ্র বিশ্বাস জানান:আইডেন্টিটি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।কোন জোর করা কিংবা নির্দেশ দেওয়া হয়নি।অহেতুক বিষয়টিকে বড় করা হচ্ছে'। অভিযোগকারী অভিভাবকের দাবি 'উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি করার সময় বোরখা কিংবা হিজাব নিয়ে নিষেধাজ্ঞার কথা প্রধান শিক্ষক জানাননি। হঠাৎ করে উনি এসব বললে আমরা মানবো না। করিমপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ী করে অভিভাবক ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ।

বন্যা দুর্গতদের পাশে কালিয়াচকের টার্গেট পয়েন্ট স্কুলের প্রাক্তনীরা

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার মানিকচকের ভূতনির বন্যা দুর্গত মানুষরা ধীরে ধীরে পাচ্ছে স্বস্তি, কমছে জল। এই একমাস ধরে জলে ডুবে ছিল ভুতনি এলাকা সহ ভূতনি থানা ও ভূতনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও।

দীর্ঘ একমাস বহু কষ্টের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত হলেও এবার স্বাভাবিক হতে শুরু, খুশির হাওয়া ভূতনিবাসীর।

প্লাবিত জলে ডুবে থাকলেও অস্থায়ীভাবে এক প্রাথমিক স্কুলে চলছিল ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ পরিষেবার কাজ। ওই এলাকার প্রসূতি রুগীদের পাশে ছিলেন আশাকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এছাড়াও অন্যান্যদের সচেতনতার পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবা।

মালদার বহু সংগঠন ও ফাউন্ডেশন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারি স্কুল/কলেজ, বেসরকারি মিশন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনগুলোও বন্যা প্লাবিত দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সহযোগিতা করে চলেছেন। এদিন টার্গেট পয়েন্ট (আর) স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা ও "নতুন আলো" সংস্থার কমিউনিটি কিচেন আয়োজনে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। টার্গেট পয়েন্ট (আর) স্কুলের কর্ণধার কুরবান সেখ জানান, আমরা পাঠ্যবই শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানবিকতার শিক্ষাও ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে থাকি আজ তা প্রমাণ করল ভূতনির বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে। আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কালিয়াচকের আলমগীর খান বলেন, জল অনেক কমে গিয়েছে আমরা আজ দশ দিন যাবৎ কমিউনিটি কিচেন চালাচ্ছি, স্যানিটারি ন্যাপকিন দিয়েছি, মশারী, ওআরএস গ্লুকোজ দিচ্ছি। জল কমে গেলেও এখন মানুষের বিপদ পুরোপুরি কেটে যাচ্ছে না। আমরা মেডিকেল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করবো বেশ কয়েকটা জায়গায়।

বিশ্বভারতীর ছাত্রের ভারত বিরোধী পোস্ট!

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বাংলাদেশ থেকে আগত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পড়ুয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তার পোস্টে উল্লেখ আছে যে বাংলাদেশে ফেনী বন্যার জন্য ভারত বর্ষ দায়ী। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্টকে ঘিরে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত ভবনের ছাত্র বাংলাদেশ থেকে আগত রিপন সরকার সোশ্যাল মিডিয়ায় এরকম ভারত বিরোধী পোস্ট সমাজ মাধ্যমে আলোড়ন তুলেছে। এই পোস্টকে ঘিরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যেমন নাম খারাপ হচ্ছে তেমনি জনমানুষের উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে জানা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া এই পোস্টের জন্য দু দেশের সম্পর্ক অবনতি ঘটতে পারে। তাই বাংলাদেশী ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় সরেন কে। যাতে ওর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় । না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনীরা। তারা আরো জানান আগামী সাত দিনের মধ্যে ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

ভগ্নপ্রায় স্কুলের ছাদ ফেটে জলমগ্ন হয় শ্রেণিকক্ষ, বের করে পড়ুয়ারাই

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভগ্ন প্রায় স্কুলে ছাদ ফেটে ক্লাসের মাঝেই শ্রেণিকক্ষ থেকে বৃষ্টির জল ঝেঁটিয়ে বার করছে পড়ুয়ারা, শ্রেণিকক্ষের ভেতরেই দেওয়াল ফেটে বেরিয়েছে গাছের শিক, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস করছে পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা ।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার চর গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে রয়েছে দুটি শ্রেণিকক্ষ একটি পুরাতন বিল্ডিং অন্যটি নতুন বিল্ডিং। নতুন বিল্ডিংটি তৈরি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৪-১৬ বছর আগে। অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন বিল্ডিং এর ছাদ ও দেওয়াল ফেটে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আর এই ভাঙ্গা বিদ্যালয় চলছে লেখাপড়া। বৃষ্টির সময় ছাদের ও দেয়ালের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে জল থৈথৈ পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঝাড়ু মেরে জল বার করতে হয় ক্লাস রুম থেকে। ছাত্রদের ক্লাস রুম থেকে ঝেঁটিয়ে জল বার করার ছবি উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায়। ক্লাস রুমের ভেতর থেকে ফাটা দেওয়ালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গাছের মোটা শিক। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। আতঙ্কে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও।

ছাত্রছাত্রীরা জানাচ্ছেন স্কুলে ক্লাস করতে ভয় হয়। স্কুলের ছাদ ভেঙ্গে যখন তখন মাথায় উঠতে পারে। বৃষ্টির সময় জল পড়ে। সরকার স্কুলটি মেরামত করে দিক।

অভিভাবকরা জানিয়েছেন স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে আতঙ্কে সময় কাটাতে হয় তাদের। শিক্ষকদের বলেও কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানাচ্ছেন পরিকল্পনা বিহীনভাবে এই শ্রেণীকক্ষ তৈরি করা হয়েছিল তৎকালীন সময়। এমনকি পরিকল্পনা বিহীনভাবে একটি ছাদের উপর আরেকটি ছাদকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে কারণে ই বাস্তব এই আতঙ্কের মধ্যে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন করাতে হয়। এমনকি বৃষ্টি হলে অনেক অনেক অভিভাবক নিজেদের সন্তানদের নিয়ে চলে যান বিদ্যালয় থেকে। বৃষ্টির সময় শ্রেণীকক্ষে জলে ভর্তি হয়ে যায় তখন বাধ্য হয়েই ছাত্রদের দিয়ে জল বার করতে হয়। তিনি আরো জানান বিষয়টি ঊর্ধাতন কর্তৃপক্ষকে বারংবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন বিদ্যালয় মেরামত করা হবে কিন্তু আজও তা তৈরি হয়নি।

মেদিনীপুরে পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা হল জুনিয়র ডাক্তারের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার জুনিয়র ডাক্তাররা। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষ। ঠিক তখনই পুলিশের তৎপরতায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের জুনিয়ার ডাক্তার সৃষ্টি এক্কা(৩০) এবং তাঁর পরিবার বেঁচে গেলেন এ যাত্রায়। শুধু তাই নয় হুগলি জেলার হতভাগ্য বিক্রম ভট্টাচার্যের মত বিনা চিকিৎসায় ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজে এসে পড়ে থাকতে হয়নি। শুরু হয়েছে সাথে সাথে চিকিৎসা। লোক কিছু কম থাকায় স্যালাইন ধরে দাঁড়িয়ে সেই পুলিশ কর্মী। পুলিশের অন্য ছবি ঝাড়গ্রামে। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের পিডিয়াট্রিক্স বিভাগের ছাত্রী ডাঃ সৃষ্টি এক্কা। তার বাবা মা, বোন সহ সকলে ছত্রিশগড় এ যাচ্ছিলেন। ঝাড়গ্রামের ফাঁসিতলা এলাকায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর হঠাৎ করেই একটি মাল বাহি ট্রাক ঐ গাড়িটির পেছনে একটি ট্রাক ধাক্কা মারলে সামনে থাকা আরেক টি গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে ডাক্তার এর গাড়িটি। সামনে পেছে দুমরে যাওয়ায় গাড়িতেই আটকে পড়েন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের পিডিয়াট্রিক্স বিভাগের ছাত্রী ডাঃ সৃষ্টি এক্কা। তার বোন আশা এক্কা, মা কমলাবতী এক্কা, এবং তার বাবা। সাথে সাথেই এলাকার লোকজন উদ্ধার এর চেষ্টা করলেও ব্যার্থ হয়। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়ির ভেতর থেকে চেষ্টা করেও বার করা যাচ্ছেনা তাদের। দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌছায় ঝাড়গ্রাম থানার এসডিপিও সামিম বিশ্বাস, আইসি বিপ্লব কর্মকার। আগেই ঘটনা স্থলে ছিলেন মানিকপাড়ার বিট অফিসার। পাশাপাশি কার কাছে গ্যাসকাটার পাওয়া যাবে দ্রুত নিজেরাই আনিয়ে শুরু হয় গাড়ি কেটে বার করার কাজ। স্টার্ট করে রেডি অ্যম্বুলেন্স। এসডিপিও, আইসি, ওসিরাই এক একজন কে বার করে গাড়িতে তুলতে শুরু করলেন। একেকটা গাড়ি রওনা দেয় ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজের দিকে। না ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য পড়ে থাকতে হয়নি এক্কা পরিবার কে। আহতদের যে কোনোরকম সহায়তার জন্য ওখানেই দাড়িয়ে থাকে পুলিশের একটা টিম। যারা স্যালাইন ধরা থেকে ট্রলি ঠেলে বেডে নিয়ে যাওয়া, পরিবারের লোকেদের খবর দেওয়া সবটাই তদারকি করেন। তার পরিবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ এ স্থানান্তর করতে চাইলে গভীর রাতে সেই পুলিশের সহযোগিতায় আহতদের পরিবারকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা যায়। পুলিশ যে ভাবে দ্রুততার সাথে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। সাথে সাথে চিকিৎসা পাওয়ায় আশঙ্কা জনক হলেও এখন অনেকটাই বিপদমুক্ত।

ছেলের হাতে খুন বাবা

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: বাঁশ দিয়ে বাবাকে পিটিয়ে খুন করলো ছেলে। বুধবার রাত ১০ টা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটির আমাইপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত ১০ টা নাগাদ আমাইপুর গ্রামের বট তলায় ৫২ বছর বয়সী বাবা নুরুল শেখ বসেছিলেন। সেই সময় আচমকা পিছন দিক থেকে তার ছেলে মোশারফ শেখ বাঁশ দিয়ে তার বাবাকে সজোরে মাথায় বাড়ি মারে। ফলে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে বাবা নুরুল শেখ। স্থানীয়রা তাকে তড়িঘড়ি নলহাটি হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সময় অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রামবাসীরা তাকে ঘটনাস্থল থেকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। পরে নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে এসে অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যান।ঠিক কি কারনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটালো ছেলে তা নিয়ে ইতিধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ। বৃস্পতিবার অভিযুক্তকে বিচারের জন্য রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সেই সঙ্গে মৃত দেহটি ময়না তদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেখানে ময়না তদন্তের পর আমাইপুর গ্রামের সাহাবা খানায় কবরস্থ করা হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

রান্না পুজোয় ইলিশের দাম আগুন

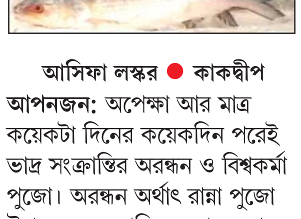

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকটা দিনের কয়েকদিন পরেই ভাদ্র সংক্রান্তির অরন্ধন ও বিশ্বকর্মা পুজো। অরন্ধন অর্থাৎ রান্না পুজো উপলক্ষে বহু বাড়িতে, মা মনসার পুজোর প্রচলন রয়েছে। এই পুজোয় অন্যতম সরঞ্জাম ইলিশ। কিন্তু নিম্নচাপ আর উত্তাল সমুদ্রের কারণে বাজারে চাহিদা থাকলেও যোগান দিতে পারছে না ইলিশের মৎস্যজীবীরা। ফলে মাথায় হাত পড়েছে মৎস্যজীবীদের। বাজারে অল্প পরিমাণ ইলিশের দোকান থাকলেও সেই ইলিশের দাম আকাশ ছোঁয়া। সেই ইলিশ কেনা সামর্থ্য মধ্যবিত্ত মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ১ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা কেজি। ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা কেজি। ১.৫ কেজি থেকে ২ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৪০০ থেকে ২৫০০ টাকা কেজি।

কৌটোতে সাপ নিয়ে রোগী হাসপাতালে

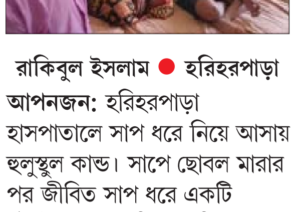

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: হরিহরপাড়া হাসপাতালে সাপ ধরে নিয়ে আসায় হুলুস্থুল কান্ড। সাপে ছোবল মারার পর জীবিত সাপ ধরে একটি কৌটোতে করে নিয়ে হাজির হাসপাতালে। সাপ চিনতে না পারায় সটান সাপ নিয়েই হাসপাতালে হাজির রোগীর পরিবার। তা দেখে চোখ কপালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের।হলুস্থুল কান্ড হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সাপ সহ রোগীকে দেখতে পেয়ে হুলুস্থুল পড়ে যায় অন্যান্য রোগী ও তার আত্মীয়দের মধ্যে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার গরিবপুর এলাকায়। বাড়িতে ইটের খামাল থেকে ইট টেনে বের করছিল রামিম মন্ডল নামে এক কিশোর, সেই সময় ওই কিশোরকে বিষাক্ত সাপ তার হাতে ছোবল মারে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরাতে থাকে তার হাত থেকে। চিৎকার করতে থাকে রামিম মন্ডল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাষ্ট্রীয় শিক্ষক সম্মাননা পেলেন মকবুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শ্রী জগন্নাথ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষক সম্মাননা' লাভ করলেন কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজের অধ্যাপক শেখ মকবুল ইসলাম। বিগত ৩৩ বছর ধরে তিনি জগন্নাথ চেতনা ও লোকসংস্কৃতির গবেষণা করছেন। তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৫, তার মধ্যে ১৪ টি জগন্নাথ বিষয়ক। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজের, 'শ্রী জগন্নাথ রিসার্চ সেন্টার' থেকে জগন্নাথ বিষয়ক দুটি ইউজিসি মেজর রিসার্চ প্রোজেক্ট সম্পন্ন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, নেপাল, আন্দামান, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয় ইত্যাদি স্থানে জগন্নাথ গবেষণা সম্পন্ন করে এখন দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জগন্নাথ নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করছেন। তিনি মন্তব্য করেন: "বাংলার বিদ্যাব্যবস্থায় জগন্নাথ সাহিত্য ও জগন্নাথ গবেষণা উপেক্ষিত হয়ে আছে। এই দিক নজর দেওয়া দরকার"।

সাইকেল চুরির অভিযোগে ধৃত সরবেড়িয়ায়

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় সাইকেল চুরি করতে এসে গ্রেফতার এক যুবক।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার গোচরন সন্নিহিত এলাকায় ইদানীং বাজার,দোকান, ব্যাংক সহ জনবহুল এলাকাথেকে মূহুর্তের মধ্যে সাইকেল চুরি হয়ে যাওয়ার খবর আসছিল পুলিশের কাছে। আর পুলিশের একটি বিশেষ টিমের নজরে ছিলো এই চুরির কিনারা করার।

আর সেই মতো তাঁরা বুধবার জয়নগর থানার সরবেড়িয়া মোড়ের একটি ব্যাংকের সামনে থেকে হাতে নাতে সাইকেল চুরি করে নিয়ে যাবার সময় এক যুবককে ধরে ফেলে।এর পরে তাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।ধৃত যুবকের নাম সাহাবুদ্দিন খাঁন,বাড়ি বারুইপুর থানার পূর্ব পাঁচগাছিয়া খাঁন পাড়া এলাকায়।ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

অসুস্থ বিডিও সেখ আবদুল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দুর্গাপুর

আপনজন: হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের বিডিও সেখ আবদুল্লাহ। তার পারিবার সূত্রে জানা গেছে, তরুণ এই বিডিও হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেশ কয়েকদিন চিকিৎসা চলার পর বৃহস্পতিবার তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান বলে তার ভাগ্নে সাহিন খান সূত্র জানিয়েছে। তিনি এখন দুর্গাপুরে তার স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গেই বাড়িতেই চিকিসাধীন রয়েছেন। উল্লেখ্য, এর অগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহাহাট দু নম্বর ব্রকের বিডিও থাকাকালীন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন সেখ আবদুল্লাহ। এলাকায় শান্তি ফেরাতে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল।

ক্যামেরায় থাপ্পড় মারায় মার্তিনেজের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

আপনজন ডেস্ক: এমিলিয়ানো মার্তিনেজের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে কলম্বিয়া ক্রীড়া সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাকর্ড)। গতকাল বারানকিয়ায় কলম্বিয়া–আর্জেন্টিনা ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ শেষে টিভি ক্যামেরায় থাপ্পড় মারেন আর্জেন্টিনার এই গোলকিপার। এ নিয়ে ফিফার কাছে মার্তিনেজের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে কলম্বিয়া ক্রীড়া সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশন।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, 'ম্যাচ শেষে ক্যামেরাম্যানের প্রতি আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ যে আক্রমণাত্মক আচরণ করেছেন, তা প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করছে অ্যাকর্ড কলম্বিয়া। ক্যামেরাম্যানের যন্ত্রপাতি মাঠে ফেলে দেওয়া বাক্‌স্বাধীনতার প্রতি আক্রমণ, যা আমাদের সমিতির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতার কর্তৃপক্ষ হিসেবে ফিফার কাছে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে অ্যাকর্ড। তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে উদাহরণ দেওয়ার মতো কেউ নন।' স্বাগতিক কলম্বিয়ার কাছে ২–১ গোলে হারের পর কলম্বিয়ার কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাঠ ছাড়ছিলেন মার্তিনেজ। এ সময় তাঁকে ক্যামেরায় ধারণ করছিলেন কলম্বিয়ার কারাকল টিভি ও আরসিএন দেপোর্তেসের ক্যামেরাম্যান জনি জ্যাকসন। তখনই ক্যামেরার ওপর থাপ্পড় মেরে বসেন মার্তিনেজ। এতে ক্যামেরাসহ জ্যাকসন মাঠে পড়ে যান বলে জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস। সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে, বিতর্কিত পেনাল্টির সিদ্ধান্তের কারণেই ক্ষুব্ধ ছিলেন মার্তিনেজ। সে কারণেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তবে মার্তিনেজকে ভিডিও বার্তাও দিয়েছেন জনি জ্যাকসন, 'দিবু (মার্তিনেজের ডাকনাম), আমি তোমাকে বলতে চাই, দুশ্চিন্তা কোরো না। জীবনে সবাই ম্যাচ হেরেছে। এই হারে তুমি হয়তো বেশি কষ্ট পেয়েছ, কিন্তু এসব ভুলে সামনে এগিয়ে যাও।' ঘটনাটি ঘটার প্রতিক্রিয়ায় কেমন লেগেছে, সে বিষয়ে জনি জ্যাকসনের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে টিওয়াইসি স্পোর্টস, 'শেষ বাঁশি বাজানোর পর ক্যামেরাম্যান হিসেবে মাঠে ঢুকে প্রতিক্রিয়া নেওয়াই ছিল আমার কাজ। মাঠে ঢুকে সেটাই করছিলাম। দিবুকে দেখলাম এক বদলি গোলকিপারের সঙ্গে হাত মেলাতে। তার কাছে এগিয়ে যেতেই আঘাত করে বসল! এতে খুব রাগ হয়েছিল। কারণ, তার মতো আমিও মাঠে নিজের কাজ করছিলাম। তার সঙ্গে কখনো ফুটবলও খেলিনি। তবে (সে আমার সঙ্গে এমন করলেও) কিছু বলিনি।'

মহাসমারোহে উন্মোচন হল মহামেডানের জার্সি, সুপার সিক্সে জয়ী তরুণ ব্রিগেড

মহামেডান-২ (সাকা, ইসরাফিল) ভবানীপুর-০।

মোস্তাফিজুর রহমান ● নৈহাটি

আপনজন: একদিকে মহাসমারোহে প্রকাশ্যে এল মহামেডানের নতুন ম্যাচ জার্সি। অপরদিকে ব্যারাকপুরের বৃষ্টিবিঘ্নিত স্থগিত ম্যাচটি এদিন নৈহাটিতে জিতল ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা।

একই দিনে জোড়া খুশি সাদাকালো সমর্থকদের জন্য।

প্রথমত বৃহস্পতিবার দুপুরে বেশ শক্ত প্রতিপক্ষ ভবানীপুরকে সাকা ও ইসরাফিল দেওয়ানের গোলে হারায় হাকিম সেগেন্ডো, বেলাল খানদের মহামেডান। দিনের অন্য অংশে শহরের বহুতল হোটেল 'আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল' রেস্তোরাঁয় ধুমধাম করে উদ্বোধন হয়ে গেল মহামেডান সিনিয়র তথা আইএসএল দলের নব নকশাকৃত জার্সি। কলকাতা ফুটবল লিগের সুপার সিক্সের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভবানীপুর ক্লাবকে ২-০ হারিয়ে দিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করে সাদা-কালো ব্রিগেডকে জয় এনে দিলেন লালগাইসাকা ও ইসরাফিল দেওয়ান। জোড়া গোলই হয় পেনাল্টি থেকে। ৭৩ মিনিটে প্রথম গোল করেন লালগাইসাকা। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে গোল করেন ইসরাফিল। গ্রুপ বি-তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে লড়াইয়ে ছিল ভবানীপুর। কিন্তু সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে বিশেষ লড়াই করতে পারল না ভবানীপুর। বরং গ্রুপএ-তে কিছুটা পিছিয়ে থেকে সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাল। ফলে লিগ জয়ের লড়াইয়ে থাকল সাদা-কালো ব্রিগেড। এদিন হেরে গিয়ে লিগ জয়ের লড়াইয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়ল ভবানীপুর। বৃহস্পতিবার কলকাতা ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গল যখন নিজেদের মাঠে ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল, তখন ভবানীপুরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। নিজেদের প্রিয় দলের পাশাপাশি মহামেডান স্পোর্টিং-ভবানীপুর ম্যাচের দিকেও চোখ রেখেছিলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

অ্যাথলেট হয়েও জোটেনি চাকরি, রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু, সরকারি সাহায্যের আর্জি

আশীষের সর্বোচ্চ সাফল্যের 'শংসাপত্র' হাতে পরিবার

মৃত আশীষ মন্ডল (৩৫)

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন ডেস্ক: স্বনামধন্য অ্যাথলেট হওয়া সত্বেও জোটেনি চাকরি, নিরুপায় হয়ে শেষমেষ বেছে নিতে হয় রাজমিস্ত্রি পেশাকে। আর এই পেশাই কাল হলো, কাজ করার সময় বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হল ওই যুবকের।

স্বপ্ন ছিল ছেলে অনেক বড় হবে, ছোট থেকেই দৌড় অনুশীলন করাতে ছেলেকে নিয়ে ভোরে মাঠে ছুটত বাবা-মা। আর্থিক দুরবস্থা সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে অনেকদিন আগেই, অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগে জেলা, রাজ্য পেরিয়েও দেশের নিরিখে অনেক সাফল্য পেয়েছে সে। তবে আর্থিক দুরবস্থার কারণে আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণের আর সুযোগ হয়নি। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের ছেলেটিকে আর অনুশীলন করানোও সম্ভব হয়নি।

মাধ্যমিকেই সমাপ্তি হয় পড়াশোনার জীবন। তবে ঝুলিতে ছিল বিভিন্ন সরকারি প্রতিযোগিতায় জাতীয় স্তরের সফল হওয়ার অসংখ্য শংসাপত্র। অনেক চেষ্টার পরও একটা চাকরি জোটেনি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া ব্লকের চন্ডিপুর গ্রামের দক্ষ অ্যাথলেট আশিস মণ্ডল কে শেষমেষ বাধ্য হয়েই বেছে নিতে হয় রাজমিস্ত্রির কাজ। কাজের জন্য রোজ পাড়ি দিতে হত কলকাতায়। পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলে জীবনকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল আশিস, বিয়েও করেছিল, পাঁচ বছরের একটি মেয়েও রয়েছে। পরিবারে অভাব থাকলেও সুখের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন, মৃত্যু কেড়ে নিল সবকিছু। ২৩ আগস্ট কলকাতা নাগের বাজারে রাজমিস্ত্রি কাজ করার সময় বহু তল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় আশিষের। আশিষের বাবা দেব কুমার মন্ডল মা মালতী মন্ডলরা চোখের জল মুছতে মুছতে এ সব কিছুই জানালেন। আশিষ এর স্ত্রী এবং পাঁচ বছরের মেয়ে'র আগামী ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়েও চিন্তিত পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাঙা টিনের চাল দেওয়া বাড়িতে বসবাস করত বাবা-মা দুই ভাই এবং তাদের পরিবার।

সরকারিভাবে একটি বাড়িও পাননি তাঁরা। আক্ষেপের সুরে আশিষের বাবা বলেন, 'আমাদের কেন পাকা বাড়ি হবে, যাদের পাকা বাড়ি তারাই আবার সরকারি ঘর পাবে।' আশিষের বাবা ঠিকঠাক রোজগার করতে পারেন না, আশিষের বড় ভাই রাজমিস্ত্রি কাজ করেন, সীমিত রোজগার।

অভাবের সংসারে এতজন মানুষের কিভাবে পেট চলবে সেই চিন্তায় ঘুম কেড়েছে সকলের। পরিবারের একটাই আর্জি, 'সরকার যদি পাশে না দাঁড়ায় আমরা ভেসে যাব।' যদিও এখনো কোনো সরকারি আধিকারিক বা সরকারি কোনো প্রতিনিধি পর্যন্ত খোঁজ নেননি। তবে এ দিন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠন 'অ্যাথলেটিক কোচেস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর কনভেনার ইসমাইল সরদার আশিষের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন, সমস্যার কথা শোনেন, সাধ্যমত আর্থিক সহযোগিতাও করেন।

ইসমাইল সরদার আক্ষেপ প্রকাশ করেন অ্যাথলেটদের জীবনের দুরবস্থা নিয়ে। অ্যাথলেটদের প্রতি সরকারি উদাসীনতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

একজন জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়কে কেন রাজমিস্ত্রির কাজ করতে হবে তা নিয়েও চরম আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, 'অ্যাথলেটদের নিয়ে সরকারের ভাবনা চিন্তা করা উচিত।' পাশাপাশি আশীষের পরিবারকে সরকারিভাবে আর্থিক সহযোগিতা এবং আশিষের স্ত্রীকে সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানা।

বাংলাদেশের বিপক্ষে চেন্নাই টেস্টে ভারতের একাদশ ঠিক করে দিলেন হগ

আপনজন ডেস্ক: ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ শুরু হতে বাকি এখনো ৭ দিন। বাংলাদেশ দল এখনো ভারতেও যায়নি। এরই মধ্যে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ভারতের পছন্দের একাদশ ঘোষণা করেছেন অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার ব্র্যাড হগ। বাংলাদেশের বিপক্ষে হগের ভারতের একাদশে কে আছেন, কে নেই?

স্বাভাবিকভাবেই ভারতের একাদশে খুব বেশি পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। ভারতের টেস্ট দল খুব বেশি পরিবর্তনে বিশ্বাসীও নয়। হগের দলে প্রত্যাশিতভাবেই আছেন রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সোয়াল, শুবমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা। তবে তাঁর একাদশে নেই ভারতের অভিজ্ঞ মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল। রাহুলের পরিবর্তে হগের পছন্দ ভারতের সর্বশেষ টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পারফর্ম করা সরফরাজ খানকে। এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক টেস্টের দুই ইনিংসেই পেয়েছেন ফিফটি। এরপর নিজের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যর্থ হলেও সিরিজের শেষ ম্যাচে আবার খেলেন ৫৬ রানের ইনিংস। তবে সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, সিরিজের প্রথম টেস্টে খেলছেন না সরফরাজ। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ভারতের ১৬ সদস্যের দলের একমাত্র সরফরাজকেই দুলীপ ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ডের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। সরফরাজ খেলবেন ভারত 'বি' দলের হয়ে। দুলীপ ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু ১২ সেপ্টেম্বর, শেষ ১৫ তারিখে। আর বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টেস্ট ১৯ সেপ্টেম্বর। এই সিরিজের আগে ভারতের ক্যাম্প শুরু ১২ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ক্যাম্পেও থাকছেন না সরফরাজ। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক স্পিনার হগ একাদশে দেখতে চান অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্তকে। তিনি সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২২ সালের ডিসেম্বর, মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ঢাকা থেকে দেশে ফেরার কয়েক দিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হন এই বাঁহাতি, সংশয় ছিল ক্রিকেটে ফেরা নিয়েও। তবে সেসব শঙ্কা কাটিয়ে এখন তিনি আবার মাঠে ফিরেছেন।

স্পিনার হিসেবে হগের পছন্দ কুলদীপ যাদব ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সঙ্গে জাদেজা তো আছেনই। পেসার হিসেবে তাঁর পছন্দ মোহাম্মদ সিরাজ ও যশপ্রীত বুমরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে অস্ট্রেলিয়ার ১৪৫টি ম্যাচ খেলা এই ক্রিকেটার বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ভারতের যে একাদশ আমার পছন্দ-ওপেন করবেন জয়সোয়াল ও রোহিত। গিল খেলবেন তিনে, রোহিত চারে, ডানহাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন ধরে রাখতে জাদেজা খেলবে পাঁচ নম্বরে। এরপর সরফরাজ খান ও পন্ত আছেন। বোলারদের মধ্যে আছে অশ্বিন, কুলদীপ যাদব, সিরাজ ও বুমরা।'

আর্সেনালের চিন্তা বাড়াল ওডেগার্ড

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে মার্টিন ওডেগার্ডের মাঠ ছাড়ার সময়ই শঙ্কাটা জেগেছিল।

দুঃসংবাদ পেতে যাচ্ছে আর্সেনাল। আজ সেই শঙ্কাটাই সত্যি হলো। তিন সপ্তাহের জন্য দলের অধিনায়ককে পাচ্ছে না আর্সেনাল। ওডেগার্ডের মাঠের বাইরে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নরওয়ে দলের চিকিৎসক ওলা স্যান্ড। তিনি বলেছেন,'গোড়ালির এমন চোটের জন্য কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে। অন্যথা সময়টা আরো দীর্ঘ হতো।

লন্ডনের এমআরআই থেকে জানা গেছে তার গোড়ালিতে কোনো চিড় নেই।

চিড় পাওয়া গেলে ছয় মাসের বেশি সময় লাগত।'

অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় পাওয়ার ম্যাচে বলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সময় প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে ওডেগার্ডের ধাক্কা লাগে। এতে তার বাঁ পায়ের গোড়ালি মচকে যায়। তাকে না পাওয়াটা আর্সেনালের জন্য বড় ধাক্কার।

কারণ এ সময় ৫ ম্যাচ তাকে ছাড়া খেলতে হবে গানারদের।

এর মধ্যে আতালান্তার মাঠে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ। সঙ্গে ২২ সেপ্টেম্বর ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে হেভিওয়েট ম্যাচে অধিনায়ককে পাবে না কোচ মিকেল আর্তেতা।

আগামী রবিবার আবার লন্ডন ডার্বিতে ডেকলান রাইসকে পাবে না আর্সেনাল। নিষেধাজ্ঞার কারণে টটেনহামের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডার।

কাঁধের চোটে বাইরে আছেন এই মৌসুমে আর্সেনালে যোগ দেওয়া স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনোও।

বিপর্যস্ত কোচিং–সংস্কৃতিই কি ডোবাচ্ছে ব্রাজিলকে?

আপনজন ডেস্ক: এক রোববারে যাঁকে তাঁরা মাথায় নিয়ে নাচেন, পরের রোববারে তাঁকে তাঁরা মৃত্যুর অভিশাপ দেন—কোচদের জীবনের উত্থান–পতন নিয়েই বলা হয় এই কথাগুলো। পৃথিবীতে যত অনিশ্চিত চাকরি আছে, ফুটবল কোচের চাকরি বোধহয় তার অন্যতম। এক রোববারে হারা ম্যাচেই নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে একজন কোচের ভাগ্য। এরপরও অবশ্য এই চাকরির প্রতি আগ্রহী মানুষের সংখ্যা কম নয়।

বিশ্বসেরা কোচদের নিয়ে মাতামাতিও কি কম হয়! হয়তো সেই গ্ল্যামারের টানে কিংবা কাজটির প্রতি ভালোবাসাই কিছু মানুষকে নিয়ে আসে পেশাটির দিকে। যাঁদের মধ্যে কার্লো আনচেলত্তি, পেপ গার্দিওলা, ইয়ুর্গেন ক্লপ কিংবা লিওনেল স্কালোনিরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বিশেষ মর্যাদাও পেয়ে থাকেন। এই কজনের বাইরেও আবার এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কোচিংয়ের জগতে নিজেদের জায়গা তৈরি করেছেন। তবে কোচদের নিয়ে নানামুখী এ আলাপে বিশেষ একটি দেশের আশ্চর্য নীরব উপস্থিতি। হ্যাঁ, বলছি ব্রাজিলের কথা। আধুনিক ফুটবলে কোচিংয়ের যে বিকাশ ও স্বরূপ, সেখানে ব্রাজিলিয়ানদের যেন কোনো জায়গায় নেই। যার প্রভাব নিশ্চিতভাবে পড়েছে ব্রাজিলের বর্তমান ফুটবল–মানচিত্রেও।

ফুটবল–যাত্রা মূলত নন্দন থেকে বন্ধনের দিকে। প্রায় প্রতি মৌসুমে নানা ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় খেলাটিকে। একসময়ের বাঁধনহারা ফুটবলকে ধীরে ধীরে পরানো হয়েছে নিয়মের শিকল। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিতে কৌশলগত পরিবর্তন নিয়েই হাজির হতে দেখা যায় দলগুলোকে।

এই শতকের শুরুর দিকে ফুটবল যখন পেট্রো–ডলারের আশীর্বাদে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে, তখন ফুটবলও গতিময় হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যের অঢেল অর্থ খেলাটি আশ্চর্যভাবে গতিময় করে তুলে। যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় কোচদেরও। এটি শুধু ক্লাবের কোচদের মানিয়ে নেওয়া ব্যাপার ছিল না, জাতীয় দলের কোচদেরও সেই গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে নিজেদের বদলাতে হয়েছে। দল তৈরির জন্য পাওয়া সময়ের কোটাও ক্রমাগত স্বল্প থেকে স্বল্পতর হয়েছে। এই গতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে আশ্চর্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান কোচরা। গত ২০ বছরে ব্রাজিলিয়ান কোচদের উত্থানের দিকে তাকালেও চিত্রটা বেশ স্পষ্ট হবে।

২০০২ সালে লুইস ফিলিপ স্কলারির অধীন বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল। রোনালদো নাজারিও, রোনালদিনিও এবং রিভালদোদের নিয়ে বিশ্বকাপ জেতার পর বিদায় নেন এই কোচ। এরপর ব্রাজিলের দায়িত্বে আসেন কার্লোস আলবার্তো পেরেইরা। কিন্তু ব্রাজিল দলকে সাফল্য এনে দিতে ব্যর্থ হন ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ এনে দেওয়া এই কোচ। এরপর দীর্ঘ মেয়াদে ব্রাজিলের কোচের দায়িত্ব পালন করেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক দুঙ্গা। কিন্তু রক্ষণাত্মক কৌশলের কারণে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন সাবেক এই ডিফেন্ডার। এমনকি অভিযোগ আছে, তাঁর অধীন ব্রাজিল নিজেদের নান্দনিক ফুটবলের ডিএনএও হারিয়ে ফেলেছে।

খুদে ফুটবলারদের নিয়ে আটকে ছিলেন গুহায়, এবার বন্যার কবলে থাইল্যান্ডের কোচ

আপনজন ডেস্ক: ২০১৮ সালের জুনে থাইল্যান্ডের থাম লুয়াং গুহায় আটকা পড়ে বিশ্ববাসীর মনোযোগ কেড়েছিলেন ১২ খুদে ফুটবলার এবং তাদের কোচ। বন্যার পানিতে গুহার পানিও বেড়ে যাওয়ায় তাঁদের বেঁচে থাকা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। প্রায় তিন সপ্তাহ আটক থাকার পর জীবিত উদ্ধার করা হয় সবাইকে। সেই দলটির কোচ এক্কাপল চ্যানতাওং আবারও শিরোনাম হলেন, এবার আকস্মিক বন্যায় আটকা পড়ে। আকস্মিক বন্যায় তাঁর বাড়িতে পানি ওঠায় ছাদে উঠে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন চ্যানতাওং। থাইল্যান্ডের চিয়াং রাই প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা মায়ে সাইয়ে চ্যানতাওংয়ে বাড়ি। বুধবার তিনি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ২০১৮ সালে 'ওয়াইল্ড বোয়ার্স' দলের সঙ্গে গুহায় আটকা পড়ার সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি বাসায় বন্যাদুর্গত অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। টাইফুন ইয়াগির প্রভাবে মুষলধারে টানা বৃষ্টিপাতে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধস হয়েছে থাইল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল, ভিয়েতনাম, লাওস ও মিয়ানমারে। ফোনে এএফপিকে এক্কাপল বলেছেন, গত মঙ্গলবার সকালে তাঁর গ্রামে আকস্মিকভাবে বন্যার পানি ওঠায় পরিবার নিয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারেননি। পানি ক্রমাগত বেড়ে চলায় প্রেমিকা ও তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে গত মঙ্গলবার রাতটা বাসার ছাদের ওপর কাটান চ্যানতাওং, 'ভয় পেলেও নিজেকে বলেছি শান্ত থেকে অপেক্ষা করতে হবে এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে।' পানি নেমে যাওয়ার পর বাসার নিচতলায় নেমে আসেন চ্যানতাওং। কিন্তু বাইরে স্রোতের বেগ তখনো খুব বেশি থাকায় বাসা ছেড়ে যেতে পারেননি তিনি। ২০১৮ সালে চ্যানতাওং এবং তাঁর 'ওয়াইল্ড বোয়ার্স' দল থাম লুয়াং গুহায় আটকা পড়ার পর আন্তর্জাতিকভাবে উদ্ধার দল গঠন করে তাঁদের বাঁচানো হয়েছিল। চ্যানতাওং জানিয়েছেন, গুহায় আটকা পড়ার সেই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা তিনি বন্যার দুর্দশা থেকে বাঁচতে কাজে লাগিয়েছেন, 'এটা আলাদা কিছু ছিল বলে মনে করি না। প্রথমে (সমস্যায়) মনোযোগ দিতে হয়েছে, এরপর সমস্যাগুলো সমাধান করতে হয়েছে। এভাবে আটকা পড়ায় বেশি চাপ অনুভব করিনি। পরিত্রাণের পথ বের করার চেষ্টা করেছি।' চ্যানতাওংয়ের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তৃতীয়বার এমন কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার কথা তিনি কল্পনা করেন কি না? হাসতে হাসতে এই ফুটবল কোচ বলেছেন, 'বলা কঠিন। কী হবে তা তো আমরা জানি না। কিন্তু আশা করছি আজ রাতে আবারও বাসার ছাদে উঠতে হবে না।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**